পশু পাখীর গল্প

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

২

পশু-পাখীর গল্প—২

(প্রাচীন ফার্সী সাহিত্য অবলম্বনে)

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

পশু-পাখীর গল্প-২

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ	ঃ	মার্চ, ১৯৯৯
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	জুলাই -২০০২
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	জানুয়ারী -২০০৬

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদঃ সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস

মূল্য ঃ ৫৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

PASHU-PAKHIR GALPA-2 by Muhammad Farid Uddin Khan; Published by S.M. Raisuddin (Director Incharge) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125, Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000. 9569201, Dhaka, Bangladesh. Price Tk. 55.00 US$ 2. ISBN.-984-493-044-8

www.pathagar.com

লেখকের কথা

পশু-পাখীদের গল্প সবার কাছেই ভাল লাগে। ছোটদের কাছে তো দারুণ ভাল লাগে। পশু-পাখীরা কেমন, কি বলে ও কি করে তা জানতে ছোটদেরই বেশী আগ্রহ। তবে বড়রা ভাল করেই জানেন যে, আসলে পশু-পাখীদের কথাবার্তা ও গল্পবলা মোটেও ওদের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে বড়রা, বিশেষতঃ বড় মাপের লেখকরা নিজেরাই পশু-পাখীদের নামে এসব গল্প লিখে থাকেন। এর কারণ পশু-পাখীদের নামে গল্প লিখলে ও মনের কথা বলে গেলে তা যেমন সহজে মানুষের মনে ধরে তেমনি নির্দোষ ও নিরপেক্ষ থেকে মনের কথা মন খুলে বলা যায়। এতে কেউ আপত্তি-বিপত্তি তোলে ঝামেলা বাধাতে সুযোগ পায় না। লেখকের উদ্দেশ্যও সফল হয় সহজে।

হাতের এই বইটিতে আমরা পাঁচটি বড় আকারের গল্প পশু-পাখীদের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য উপহার হিসেবে পেশ করলাম। ছোটদের জন্য লেখা আমার আগের বইগুলো তোমরা বেশ পছন্দ করেছো বলেই উৎসাহভরে আবারো গল্পের ঝাপি নিয়ে উপস্থিত হলাম। আমরা কিন্তু বড় আশা করি যে, গল্পগুলোকে তোমরা শুধু স্রেফ গল্প হিসেবেই পড়বে না বরং এসব থেকে ভাল ভাল গুণ ও চরিত্র বাছাই করে নিজেদের কোমল মনে ধরে রাখবে এবং এসব গুণ ও চরিত্র নিয়েই বড় হবে। এ কথাটা বিশ্বাস করো, ভাল গুণ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য চাষ করার জন্যই বড় বড় চিন্তাবিদ ও মণীষী এসব গল্প লিখেছেন ও বলে গেছেন। ছোটরা মহৎ হয়ে গড়ে উঠবে এবং সমাজকেও মহৎ ও আদর্শ সমাজ হিসেবে গড়ে তুলবে এটাই তাঁদের কামনা। আমাদেরও একই উদ্দেশ্য।

আমরা যে সব মহান ইরানী লেখকের গ্রন্থ থেকে এ গল্প ক'টা সংগ্রহ করেছি তাঁদের নাম ঠিকানা জানাও উপকারী হবে। বড় হয়ে তোমরা তাঁদের বই থেকে আরো বেশি উপকার পেতে পারো। আমাদের এই বইয়ের গল্পগুলোর উৎস এরূপ ঃ

এক. শিয়াল ও ছাগল ঃ অষ্টম হিজরী শতকের বিশিষ্ট কবি ও লেখক নিজামুদ্দীন গাজানী তাবরিজী। গ্রন্থের নাম "রিয়াজুল মুলুক ফী রিয়াজুস সুলুক"।

দুই. মোরগের ভাষা ঃ "ইস্কান্দারনামা" নামক প্রাচীনতম গ্রন্থ যা ষষ্ঠ

www.pathagar.com

থেকে অষ্টম হিজরী শতকের কোন এক সময়ে লেখা। লেখকের নাম অজানা।

তিন. ইঁদুর বিড়াল সমাচার ঃ আড়াই হাজার বছরেরও পুরাতন গ্রন্থ "কালিলা ও দিম্না"। "কালিলা ও দিম্না" নামে আমরা আলাদা একটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেছি (সহিফা প্রকাশনী, ঢাকা) যা ছোটদের জন্যই লেখা। এ প্রাচীনতম গ্রন্থটি বহু গল্পের উৎস। লেখক অজ্ঞাত হলেও তা অতীতে ভারত থেকে ইরান ও আরব দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

চার. কবুতর ও আবু তিমার ঃ "কালিলা ও দিম্না"।

পাঁচ. রঙিন শিয়াল ঃ আল্লামা বাকের মজলিসির লেখা গ্রন্থ "জাওয়াহির আল-ওকুল"। একাদশ হিজরী শতকে রচিত। অবশ্য এ গল্পটির বর্ণনা মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মসনবী শরীফের তৃতীয় দফতরে (ভাগে) অনেক আগেই এসেছে।

শেষ কথা, গল্প কাহিনী তথা সাহিত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের একার নয়। সবারই সম্পদ। সবাই এ থেকে ফায়দা নিতে পারে। ফায়দা পাওয়ার জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি। লেখকদের উদ্দেশ্য এটাই। তোমাদের কাছে গল্পগুলো কেমন লাগলো তা জানালে আমরাও উপকৃত হবো।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ছোটদের কাছে গল্পের বই অত্যন্ত প্রিয়। বড়রাও পছন্দ করেন। তবে তাঁরা আরো অনেক কিছুই পছন্দ করেন বলে ছোটদের মত এতো বই পাগল নয়। ছোটদের জন্য বড়রাই বই কেনেন। তবে ছোটদের চাপে পড়েই বড়রা বই কিনতে বাধ্য হন। ছোটদের মন অত্যন্ত কোমল ও সরল। ভাল ভাল বই তাঁদের এই মন-মানসিকতাকে আরো সুন্দর করে তোলে। আসলে বড়রাও যদি ছোটদের মতই ভাল বইয়ের পাগল হতো তাহলে আমাদের সমাজটা রোগমুক্ত, ভাল, সুন্দর, সুশীল ও উন্নত হতো। দেখা গেছে অতীতে ও বর্তমানে যে সব জাতি বই প্রেমিক আর বেশী বেশী লিখে ও পড়ে তাঁরাই উন্নতি লাভ করেছে ও করছে। ভবিষ্যতের জন্যেও একথা খাটে। ভাল বই শুধু বাইরের উন্নতি-অগ্রগতিই সাধন করে না, মানুষের মনকেও সুন্দর, পবিত্র, সবল ও বেগবান করে। ভাল বই মানুষকে অমর ও চিরঞ্জীব করে রাখে। জগতের ইতিহাসে যেসব মনীষী আদর্শ হিসেবে টিকে আছেন তাঁরাতো আদর্শ বই লিখেই অমর হয়ে আছেন। তাঁদের কেউ কেউ শত শত ও হাজার হাজার বছর আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও বইয়ের মাধ্যমে বেঁচে আছেন, আর মানবজাতিকে পথ দেখাচ্ছেন।

মুসলমানদের অতীত গৌরব, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শৌর্য-বীর্যের পেছনেতো বই ও লেখকদের অবদানই সবচে বেশী। জগতের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ আল্লাহতায়ালার কালাম পবিত্র কুরআন মজিদে বই, লেখনী, কালি, কলম, দোয়াত ও লেখকদের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। পড়ার নির্দেশ দিয়েই কুরআন শরীফের প্রথম কথা নাযিল হয়েছে।

তাই ছোট বড় সবার জন্যই পড়াশুনা ফরজ। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি এ পবিত্র দায়িত্ব মাথায় নিয়েই বই প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেছে। বিশেষতঃ ছোটরাই যেহেতু দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে এবং সংসার, সমাজ ও দেশের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেবে সেহেতু আমরা তাঁদের জন্যও বেশী করে বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই বর্তমান গ্রন্থ। লেখক দীর্ঘদিন ইরানে কাটিয়েছেন এবং পারস্য প্রতিভা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেছেন। ফার্সী সাহিত্যের নাম-যশ জগৎ জোড়া। সেখানে ছোটদের জন্য অজস্র লেখালেখি হয়। এ গ্রন্থটিও ঐসব উৎস থেকেই নেয়া। ছোটদের জন্য লেখকের কাছে প্রচুর পান্ডুলিপি রয়েছে যা ক্রমশঃ তিনি প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখেন। আমরাও তাঁর সাথে ছোটদের প্রতি প্রীতি ও দায়িত্ববোধের নিদর্শন হিসেবে এ বইটি প্রকাশ করলাম। বইটি সবার কাছেই ভাল লাগবে ও উপকারে আসবে এই আশা রাখি।

এস,এম রইসউদ্দীন
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

শিয়াল ও ছাগল ঃ ৭

মোরগের ভাষা ঃ ১৬

ইঁদুর-বিড়াল সমাচার ঃ ২৯

কবুতর ও আবু তিমার ঃ ৪৩

রঙিন শিয়াল ঃ ৫৩

www.pathagar.com

শিয়াল ও ছাগল

একদিন শিয়াল শিকারের খোঁজে তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। বিলের কাছে আসতেই দেখলো একপাল মেষ ও ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। শিয়ালের ছিল ভীষণ ক্ষিধে। ভাবলো, ইস! একটা মেষ বা ছাগল যদি ধরতে পারতাম! কিন্তু না, ওসব বড়সড় কারবার আমার কিসমতে নেই। এ ধরনের শিকার ধরা নেকড়ে বাঘ কিংবা সিংহের কাজ।' শিয়াল যখন এসব চিন্তা করছে অমনি তার কানে এলো এক বনমোগরগের ডাক। ডাক অনুসরণ করে পৌঁছে গেলো বনের ধারে। বনমোরগ ধরার নেশায় সে ঝোপঝাড় ও লতাপাতার ফাঁকফোকর দিয়ে এগুতে লাগলো। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো যে গাছপালার আড়াল থেকে মচ্‌মচ্‌ শব্দ আসছে। সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতেই দেখলো বিরাট এক হাতী। হাতীর পায়ের তলায় শুকনো পাতা মচ্‌মচ্‌ শব্দ করছিলো। সারি সারি গাছপালার মধ্য দিয়ে একটি চাপা পথ অতিক্রম করছিল সে। আর ঘটনাক্রমে একই পথে উল্টো দিক থেকে আসছে এক সিংহ।

হাতী ও সিংহ মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। পথ এতো চাপা যে কেউ কাউকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারছে না। সিংহ বললো ঃ 'সরে দাঁড়া! আমি পার হবো।'

হাতী বললো ঃ তুই সরে দাঁড়া! আমি চলে যাই। আর না হয় আমার হাত-পায়ের নিচে দিয়ে পার হ।'

সিংহ ঃ তোকে নির্দেশ দিচ্ছি, হুকুম করছি সরে দাঁড়া! আমি সিংহ! কারো হাত-পায়ের নিচে দিয়ে আমি যাই না!

হাতী ঃ বেহুদা নির্দেশ দিচ্ছিস! তোর ঘরে তুই সিংহ তাতে আমার কী! আমি হাতী! সবার বড়! আমার প্রতি সম্মান দেখানো ফরজ!

সিংহ ঃ গর্দান বড় হলেই কেউ বড় নয়। সম্মান তারই যে নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করে। তুই যদি বড় হতিস ও মান-সম্মানের পাত্র হতিস তাহলে তোর পিঠে খাটিয়া বাঁধতে দিতি না। আর ঐ খাটিয়ার উপর নাকি সওয়ারীরা দিব্যি আরামে বসে বসে তোকে এখানে সেখানে ঘুরায়! ছিঃ! সম্মানী কোথাকার! মানসম্মান বলতে কেবল আমারই। কখনো যদি বন্দীও হই তবু আমি সিংহ। সবাই আমাকে ভয় করে।

হাতী ঃ যারা ভয় করে করুক, আমরা তেমন কেউ নই যে তোকে ভয় করবো।

সিংহ ঃ এক থাবা মারবো তোর শুঁড়ে। তখন মাটিতে গড়াগড়ি খাবি, বুঝলি!

হাতী ঃ তোকে উপরে তুলে এক আছাড় মারবো যে তোর স্থান হবে মাটির নিচে!

www.pathagar.com

হাতীর আস্ফালন শুনে সিংহের গায়ে আগুন ধরে গেলো। এক লাফে হাতীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাতীও পলকের মাঝে সিংহের পেট-পিঠ পেঁচিয়ে ফেললো লম্বা শুঁড় দিয়ে। এরপর মাটি থেকে বহু উপর উঠিয়ে মোটামোটা গাছপালার দিকে প্রবল জোরে ছুড়ে মারলো সিংহকে। তারপর নিজের পথ ধরে চলে গেলো।

সিংহ উড়ে গিয়ে পড়লো গাছপালার উপর। তার মাথা গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেলো বিশালাকার মেহগনী গাছের গোড়ায়। 'মাগো' বলে এক চিৎকার দিয়েই বেহুশ হয়ে পড়লো।

শিয়াল গাছের আড়ালে বসে নীরবে এ ঘটনা দেখছিল। ডরে ভয়ে সে কথা বলার সাহস পেলো না। সিংহ যখন বেহুশ হয়ে পড়ে রইলো তখন শিয়াল মনে মনে ভাবলো ঃ

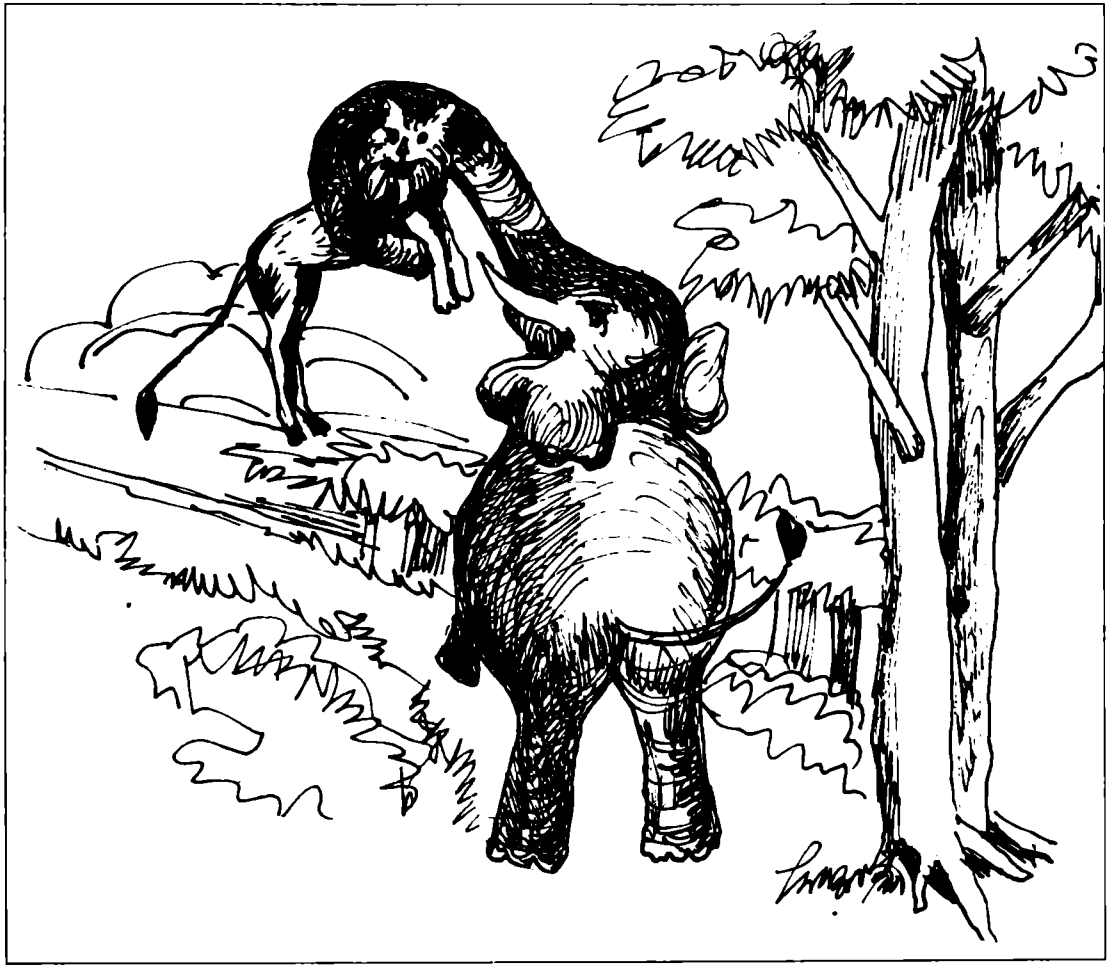

www.pathagar.com

ওরা দু'জনই ক্ষমতাদর্পী ও অহংকারী ছিল। কিন্তু এখনি আমার সময়। সিংহের তোষামোদ করে তার কাছে নিজেকে প্রিয় করে তুলি।

কিছুক্ষণ পর সিংহের হুশ ফিরে এলো। কোনমতে নিজেকে গাছপালার ফাঁক থেকে বের করে আনলো এবং বাইরে রোদে এসে হাত-পা ছেড়ে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিলে এতো বড় চোট সামলানো মুশকিল। এ ছাড়া পরাজয়ের গ্লানি তাকে খুবই কাহিল করে ফেলে। এ সময় শিয়াল সামনে গিয়ে বসলো ঃ সালামুন আলাইকুম! আমি দূর থেকে আপনাকে দেখেছি এখানে শুয়ে আছেন। ভাবলাম খোদা নাখাস্তা কোন অসুখ-বিসুখ হয়নিতো আপনার। ইনশাআল্লাহ আশা করি তেমন কিছু নয়। সিংহ ঘাবড়ে গেলো যে, শিয়াল তার মার খাওয়া দেখে ফেললো কিনা! তাই জিজ্ঞেস করলো ঃ তুই কোত্থেকে জানলি যে আমি অসুস্থ হয়েছি?

শিয়াল ঃ আমি কিছুটা চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়েছি। তাই চেহারা দেখেই লোকজনের অসুখ-বিসুখের কথা টের পাই। তবে আশা করি যে, আমার ধারণা ঠিক নয়। আপনি সব সময়কার মতই সুস্থ-সবল আছেন।

সিংহ প্রশ্ন করলো ঃ তুই এখানে কোন হাতী দেখিসনি?

শিয়াল ঃ হাতী! নাহ্, আপনি যতক্ষণ রয়েছেন ততক্ষণ হাতী মোটেও এখানে চেহারা দেখাবার সাহস পাবে না।

সিংহ যখন দেখলো তার মান-সম্মান ডুবে যায়নি তখন বললো ঃ শাবাশ! তুই একজন বুদ্ধিমান যুবক। তুই ঠিক ধরেছিস। কিছুকাল যাবৎ আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তাই শিকার করতেও পারছিনে। একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিন্তু তোকে তো চিন্‌লাম না! তুই কোথাকার? তোর বাপ-দাদা কারা?

শিয়াল ঃ আমি এই জঙ্গলেই আপনার ছায়াতলে বাস করি। আমার বাবার নাম থালাব। আমাদের বংশ আপনার পরিবারের খাদেম ছিল। আপনার কথাতো আমাদের সবার মুখে মুখে। আমরাতো আপনাদের ধরা শিকারের উচ্ছিষ্টগুলো খেয়ে থাকি। আপনাদের উচ্ছিষ্ট আমাদের কাছে তাবারুক স্বরূপ।

সিংহ ঃ হ্যাঁ, থালাবকে চিনতাম। সে আমার বন্ধু ছিল। সে আমাদের খুব খেদমত করতো। তুই আজ ঠিক সময়েই এসেছিস। আজ তোকে একটা কাজ দিতে চাই, পারবি কাজটা করতে?

শিয়াল ঃ এই গোলাম আপনার খেদমত করতে দিবানিশি প্রস্তুত। আমার জান-প্রাণ সিংহের জন্যে কোরবান হোক।

সিংহ ঃ তোর জান-প্রাণ সুস্থ থাকুক! তুই দীর্ঘজীবী হ! শোন, আমি শরীরের এ রকম

www.pathagar.com

অবস্থায় দৌড়াতে পারছি না। আশপাশে যদি কোন শিকার থাকে তাহলে একে বুদ্ধিসুদ্ধি করে এখানে নিয়ে এলে ধরাশায়ী করতে পারতাম। হোক না তা হাতী!

শিয়াল বললো ঃ জ্বী হ্যাঁ, আপনার শক্তির কোন জুড়ি নেই। আপনি সবই পারেন। তবে হাতীর গোশত খাবার হিসেবে ভাল না।

সিংহ ঃ ঠিক বলেছিস। যাহোক, সবাই তোদের অনেক তারিফ করে। লোকের কথা হলো, শিয়াল অত্যন্ত চালাক চতুর। যদি পারিস তাহলে মিঠা মিঠা কথা বলে কোন সরল সোজা প্রাণীকে ভুলিয়ে নিয়ে আয়। আমি তোকে উপযুক্ত পুরস্কার দেবো। তোর মহান পিতাও এভাবে জীবনযাপন করতো।

শিয়াল ঃ জ্বী, আমি অবশ্য আমার কর্তব্য খুব ভালভাবে পালনের চেষ্টা চালাবো। ভাবছি আপনার জন্যে ছাগলের গোশত খুবই উপকারী হবে। ছাগলের গোশত যেমন মুখরোচক তেমনি আপনার অসুখ-বিসুখ সারাতে মহৌষধ হিসেবে কাজ করবে। আমি যাই দেখি একটি ছাগল ভুলিয়ে ভালিয়ে এখানে নিয়ে আসবো। তবে আপনি চেষ্টা করবেন শান্ত থাকতে। নড়াচড়া করবেন না। বরং আমরা আপনার কাছে এসে যাই করি না কেনো আপনি একেবারে সাধু-সন্নাসী কিংবা মরার মতো নির্বিকার থাকবেন।

সিংহ ঃ তা বুঝছি। কিন্তু একটা গরু ধরে আনতে পারিস কিনা চেষ্টা করিস। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। দেরী করিসনে।

শিয়াল ঃ দেখা যাক কে আমার ছলচাতুরীর শিকার হয়। তবে গেলাম। খোদা হাফেজ।

শিয়াল সোজা চলে এলো মেষ ও ছাগল পালের কাছে। কিন্তু শিকারী কুকুর আর রাখালের ভয়ে ঝোপঝাড়ের মাঝে লুকিয়ে রইলো সে। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলো একটি ছাগল পাল থেকে দূরে ও পেছনে পড়ে গেছে। তখন সে সুযোগ বুঝে ছাগলের কাছে গেলো। শিয়াল কিছু লতাপাতা মুখে পুরে তিরিং বিরিং লাফানো শুরু করলো। একবার ডানে একবার বামে, একবার উপরের দিকে, একবার পেছনের দিকে উল্টেপাল্টে লম্ফঝম্ফ খেলা জুড়ে দিলো!

ছাগল দূর থেকে শিয়ালের খেলা দেখে সেদিকে মনোযোগ দিলো। তার কাছে বেশ মজাই লাগছে। নিজের অজান্তেই শিয়ালের খেলা দেখতে দেখতে শিয়ালের কাছে এসে গেলো এবং হাসতে হাসতে শিয়ালকে বললো ঃ নিশ্চয়ই তোমার মনে আজ অনেক ফুর্তি!

শিয়াল ঃ ফুর্তি থাকবে না কেনো? আমার কি কোন দুঃখ কষ্ট আছে যে, ফুর্তি করবো না? আল্লাহর দুনিয়া কতো বড়। এখানে ঘাসপাতা পানির কোন অভাব নেই। শুধু খাইদাই আর খেলা করি। আসলে যারা বেশি চিন্তা-ভাবনা করে এবং এক জায়গায়

www.pathagar.com

অবস্থান করে আমি তাদের জন্যেই দুঃখ করি। আমি এ ধরনের জীবন পছন্দ করি না। আমি চাই যে, সব সময় খেলাধুলা করবো, হাসবো গাইবো আর মনের আনন্দে ঘুরেফিরে বেড়াবো।

ছাগল ঃ খেলাধুলা খুব ভাল কাজ। তবে জীবনটাতো শুধু খেলাধুলা নয়, চিন্তা-ভাবনা আছে, কাজ-কর্ম আছে, বিপদাপদ আছে এবং বাঘ-ভাল্লুক, নেকড়ে ইত্যাদি কতো দুশমন রয়েছে। সবকিছুই ভাবতে হবে। এতো বেখেয়াল হওয়া ভাল নয়।

শিয়াল ঃ কী যে বলিস ছাগল ভায়া! এ সবই বাজে কথা। বুড়োবুড়িদের কথা। কাপুরুষদের কথা। এ দু'চার দিনের জীবনকে হাসিখুশী ও আনন্দ উল্লাসেই কাটানো উচিত। বাঘ-ভাল্লুক ও নেকড়ে আবার কোন্ জানোয়ার। তুই কোন দিন নেকড়ে বা বাঘ নিজ চোখে দেখেছিস?

ছাগল ঃ না, দেখিনি। তবে আছে।

শিয়াল ঃ মোটেও না। এসব মিথ্যা কথা। রাখালেরা এসব কথা বানিয়ে বানিয়ে তোদের শুনিয়ে থাকে। এসব অবাস্তব রূপকথা বলে তোদের ভুলিয়ে রাখে। আটকে রাখে। বুঝলি! বাঘ-ভাল্লুক নেকড়ে থাকলেও ভয়ের কিছু নেই। ওরা তো হাঁস-মুরগীর মতো। তুই কী হাঁস-মুরগীকে ডরাস?

ছাগল ঃ না! তাহলে কী বলতে চাও ওরা কাউকে কিছু বলে না, মারে না, খেয়ে ফেলে না?

শিয়াল ঃ কোথায়? আমি তো কখনো দেখিনি। বনজঙ্গলে কতো আমি ঘুরে বেড়াই। কিন্তু ওদেরকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করতে কখনো দেখিনি। ওরা একেবারে সাধু-সন্নাসীর মতো। কারো ক্ষতি ওরা চিন্তাই করে না। তোরা অনর্থক ভয় করিস। এতো ভয় ভালো নয়। তুই হয়তো শিয়ালকেও এক সময় ভয় পেতিস কিন্তু দেখিলতো আমরা ভয়ের কিছুই নই। আমি দেখ তোরই মত ঘাস-পাতা খাই। কারো দিকে চোখ তুলেও তাকাই না।

ছাগল ঃ ঠিকই বলেছিস। তুইতো বরং ফূর্তিবাজ লোক। তোর মনে ভালো ছাড়া কিছুই নেই। তোর মনটা খুবই সুন্দর।

শিয়াল ঃ আমি সব সময় সত্য কথা বলি। মিথ্যা প্রতারণা ও ফাঁকিবাজির আমি ঘোরবিরোধী। আমরা ওই রাখালদের মতো নই। মন খোলা সত্য কথা বলি। আরো কতো মজার মজার বিষয় যে করি তা বললে তুই বিশ্বাসই করবি না।

ছাগল ঃ যেমন?

শিয়াল ঃ আমি এসব কথা অন্যদের বলি না। বলে কী লাভ? তবে তুই যেহেতু খুব ভালো ছাগল এবং তোকে আমার যেহেতু অনেক পছন্দ হয়েছে সেহেতু আমার মনের কথা

www.pathagar.com

তোকে বলতে বাধা নেই। এই যেমন, আজই একটি সিংহের সাথে খেলা করে এলাম। তার কানে ধরে কামড় দিলাম। লেজ ধরে টানলাম ...।

ছাগল ঃ সিংহ? আরে বাপরে! সিংহ যে সাংঘাতিক প্রাণী। ভীষণ হিংস্র। হায় আল্লাহ! বলছিস কী?

শিয়াল ঃ সিংহ একটু বদমেজাজী ও হিংস্র ঠিকই। তবে এ সিংহটা অসুস্থ। বুড়ো হয়ে গেছে। চলতে ফিরতে পারে না। আমিও আজ সুযোগ বুঝে তাকে ঠাট্টা মস্করা করে এলাম। তার উপর আমার খুব গোস্বা ছিল। তাই লেজ টেনে ও কান কামড়ে কিছুটা শোধ নিলাম। সে সামান্য একটু বকবক করেছে। কিন্তু এতো দুর্বল যে উঠে দাঁড়াবার কোনো ক্ষমতা নেই। এখনো ঐখানে বনের ভেতর পড়ে আছে। তুইও ইচ্ছে করলে তাকে দেখতে পারিস কিংবা খেলা করে আসতে পারিস।

ছাগল ঃ না, আমি ভয় পাই।

শিয়াল ঃ ভয়! কিসের ভয়? কাকে ভয়? আরে এ সিংহটা যে একেবারে মরার অবস্থায় রয়েছে শ্বাসটানতেই কষ্ট পাচ্ছে। আমার কোন স্বার্থ নেই তোকে ওখানে নেয়ার। তুই না চাইলে যাবিনে। এখানেই আমারা খেলা করতে পারি। তবে যদি সিংহকে দেখতে যাস ও তার কান কামড়ে দিতে পারিস তাহলে সকল দুম্বা, ভেড়া ও ছাগলের মাঝে এসে বুক ফুলিয়ে ও গর্ব করে বলতে পারবি যে, একমাত্র তুই-ই সিংহের সাথে খেল্‌তামাশা করতে পারলি। কেউ বিশ্বাস না করলে ওদেরও বলতে পারবি যে নিজেরা গিয়ে দেখে আসুক। অন্তত পক্ষে তুই নিজেও তো জানলি যে কতো বড় একটা কাজ করতে পারলি। নিজে নিজেই এ কথা ভেবে আনন্দ পাবি। তখন জীবনের মজাই আলাদা হবে। আমার মত নেচে নেচে হেসে খেলে জীবন কাটাতে পারবি।

শিয়ালের এসব কথায় ছাগলের মনে শখ জাগলো সিংহকে কাছে থেকে দেখার। তাহলে সে সব ছাগল ভেড়ার মাঝে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারবে।

শিয়াল ঃ চল্‌ এ জাম্বুরাটা নিয়ে খেলতে খেলতে যাই সিংহের কাছে। যদি সিংহের একেবারে কাছে যেতে না চাস তবে পাশেই দাঁড়িয়ে দেখবি আমি কী করে সিংহের সাথে খেলা করি। এরপর ফিরে আসবো এখানে।

ছাগল ঃ ঠিক আছে, চল্‌ যাই!

শিয়াল পাশেই পড়ে থাকা জাম্বুরায় লাথি মেরে দিলো ছাগলের কাছে। ছাগলও ফের লাথি মেরে দিলো শিয়ালের কাছে। ফুটবল খেলার আনন্দ উল্লাস দু'জনের মনে। এভাবে খেলতে খেলতে বনের ভেতর ঢুকে পড়ে শিয়ালের সাথে ছাগল পৌঁছে গেল যেখানে সিংহ

www.pathagar.com

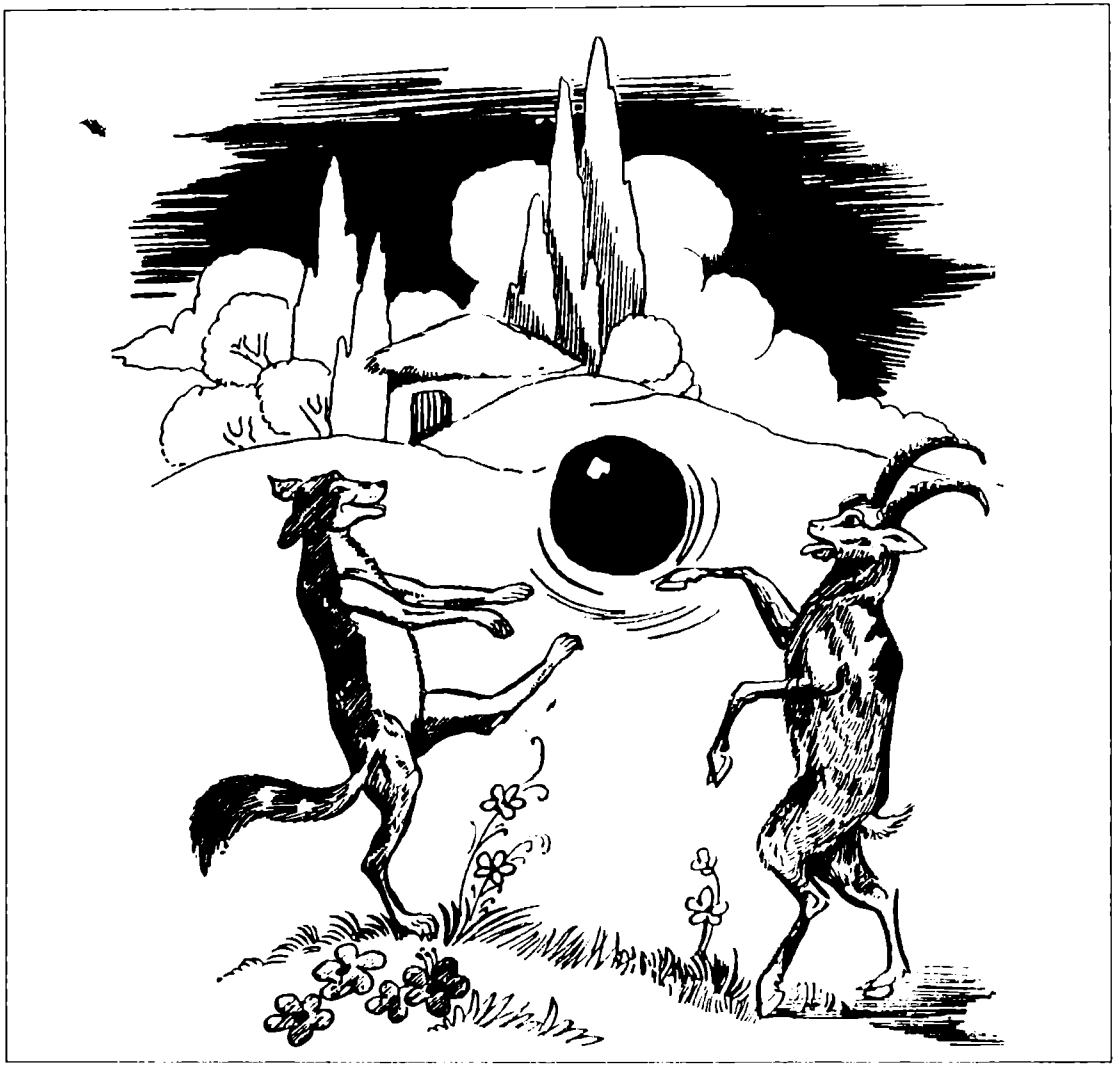

শুয়েছিল সেখানে। ছাগল যেই সিংহকে দেখলো অমনি সিংহের চেহারা ছুরত দেখেই তার পিলে চমকে গেলো এবং দাঁড়িয়ে পড়লো।

শিয়াল বললো ঃ কেনো আসছিস না?

ছাগল ঃ চিন্তা করে দেখছি এ কাজ দু'দিক থেকে ভাল না। প্রথমতঃ সিংহ হচ্ছে হিংস্র শিকারী প্রাণী আর আমি হলাম এর শিকার ও খোরাক। তাই আমার সাবধান হওয়া উচিত। কেননা যদি কোন বিপদ আসে তাহলে সবাই আমাকেই দোষারোপ করবে। কাজটাও দোষেরই। দ্বিতীয়তঃ কোন বিপদের ঝুঁকি না থাকলেও এবং সিংহ যদি অর্ধমৃত

www.pathagar.com

হয়ে থাকে তথাপি আমার উচিত নয় কাউকে জ্বালাতন করা ও কষ্ট দেয়া। বুদ্ধিমান ও বিবেকবান লোক কখনো অনর্থক ও বেহুদা কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে না।

শিয়াল ঃ তুই তো আজব সরল সাদাসিধে ছাগল। যা বললি এর একটিরও কোন অর্থ নেই। প্রথমতঃ বললি বিপদের কথা। যদি বিপদ থাকতো আমিও যেতাম না এর কাছে। আমিতো বলেছিই আমি নিজে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি কিন্তু কোন বিপদই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ বললি অন্যদের জ্বালাতনের কথা। কিসের জ্বালাতন? জ্বালাতন যদি খারাপই হতো তাহলে সিংহ যে ছাগল ভেড়াদের ধরে ধরে খায় সেটা কী জ্বালাতন ও অত্যাচার নয়? আমাদের উপর এতো অত্যাচার করবে আর মওকা পেয়ে আমরা একটু মস্করা করবো না তা কি ঠিক? আমাদেরও হক আছে। যাক, আমার কথা আমি বললাম। এখন তুই ভেবে দেখ। যদি তোর মন না চায় আসবিনে। কিন্তু আমি যাচ্ছি সিংহের সাথে খেল্‌তামাশা করতে। এর কানে হুক্কাহুয়া ডাক ছাড়বো। তুই শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্ কী মজা! আর বিপদেরতো কোন বালাই নেই!

শিয়াল এ কথা বলে এগিয়ে গেলো সিংহের কাছে এবং কানের কাছে গিয়ে আস্তে করে বললো ঃ সাবধান থাকবেন। নিজেকে ঘুমের ভান করে এলিয়ে রাখুন। আমি বহু ফাঁকি, ছলচাতুরী ও মিথ্যাবাজীর মাধ্যমে একটা ছাগল এখানে নিয়ে এসেছি। ছাগল যাতে হাত থেকে ছুটে না যায় সেজন্যে আমি আপনার সাথে কিছু খেল্‌তামাশা করবো। আপনি মনে কষ্ট নেবেন না। নির্বিকার পড়ে থাকবেন। তাতে ছাগল আপনার কাছে আসবে এবং আমার দেখাদেখি আপনার লেজ নিয়ে খেলা করবে ও কানে সুড়সুড়ি দেবে। মোটেও নড়াচড়া করবেন না। নইলে সব পরিশ্রম ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ছাগল দূর থেকে দেখতে পেলো যে, শিয়াল সিংহের কানের কাছে গিয়ে বিড়বিড় করছে। এরপর জোরগলায় হুক্কাহুয়া ডাক দিলো ও সুড়সুড়ি লাগালো। ছাগলের দিকে চেয়ে শিয়াল মুখ টিপে হাসলো। পুনরায় সে সিংহের কানে কামড় দিয়ে এদিক সেদিক ঘুরালো। তারপর লেজের দিকে গিয়ে লেজ কামড়ে টানা হেঁচড়া করলো। আর সবশেষে সিংহের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে একবার এদিকে আবার ওদিকে গেলো। তখন ছাগলকে ডেকে বললো ঃ দেখলি?

ছাগল বললো ঃ হ্যাঁ, এখন বিশ্বাস হলো যে, কোন বিপদই নেই।

এরপর সে এগিয়ে এলো সিংহের কাছে। শিয়াল তখন সিংহের চারপাশে লেজ নিয়ে টানাটানি ও লাফালাফি খেলা করছে। ছাগল বললো, আমি সিংহের কানে ভ্যা ভ্যা করবো, সুড়সুড়ি দেবো ও কামড় লাগাবো।'

শিয়াল বললো ঃ তোর যা মনে চায় তাই কর।

www.pathagar.com

ছাগল তখন খুশীতে এগিয়ে গেল সিংহের কানের কাছে এবং বললো ঃ ভ্যা ...।

হঠাৎ সিংহ এক ঝটকায় ছাগলকে দুই থাবা দিয়ে ধরে ফেললো এবং বললো ঃ লাজ-শরমও খেয়ে ফেলেছিস! বেয়াদব-বেহায়া ছোটলোক কোথাকার! তোকে খেয়ে ফেলাই এখন আমার হক।

ছাগল আর্তনাদ করে উঠলো এবং বললো ঃ 'আরে বাপরে! ওরে মাগো! আমার কোন দোষ নেই। আমি নিরপরাধ। শিয়াল আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সে আমাকে এ কাজ শিখিয়েছে।'

সিংহ বললো ঃ শিয়ালের এটা কাজ, পেশা। তোর আক্কেলবুদ্ধি থাকলে রাখাল, কুকুর আর দলবল ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে একা একা ঢুকতিস না এবং সিংহের সাথে খেলতামাশা জুড়ে দিতি না। তোর অপরাধ এটাই। আমি তো তোকে ডেকে আনিনি। তোর সাথে আমার কোন কাজই ছিল না। তুই এসে কিনা আমার কানে 'ভ্যা' করে সুড়সুড়ি দিলি। এসব জ্বালাতন-উৎপীড়নের শাস্তি আছে। তুই যদি ইচ্ছে না করতি তাহলে শিয়ালের সাথে আসতি না। যেখানে ছিলি সেখানে শিয়ালকে দেখেই একবার ভ্যা ভ্যা করে চিৎকার করতি। অমনি রাখাল এসে শিয়ালকে দৌড়াতো। তখন শিয়াল তোকে এখানে নিয়ে আসতে পারতো না। তুই নিজেই নিজ পায়ে হেঁটে এখানে এসেছিস।

শিয়াল বললো ঃ জাঁহাপনা ঠিকই বলেছেন। আমি তাকে জোর করে আনিনি। কথা বলেছি, খেলা করেছি ও খেলতে খেলতে এসেছি। সে নিজেই আসতে আগ্রহী হয়েছে এবং বনের রাজা মহামতি সিংহের সাথে খেলা করতে চেয়েছে। এরপর নাকি সে ছাগল ভেড়া ও দুম্বাদের কাছে গিয়ে বাহাদুরী দেখাবে!

www.pathagar.com

মোরগের ভাষা

হযরত সুলায়মান আলাইহিসসালামের দরবারে একজন ভক্ত-অনুরাগী খাদেম ছিলেন যিনি সততা, সত্যবাদিতা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে হযরত সুলায়মানের আপনজনে পরিণত হয়েছিলেন। সারা জীবন হযরত সুলায়মানের নির্দেশ মতো কাজ করে বয়োবৃদ্ধ হন।

হযরত সুলায়মান বৃদ্ধ মুরিদকে একদিন ডেকে বললেন ঃ 'তোমার এতসব ভাল কাজের পুরস্কার হিসেবে আমি তোমার জন্যে একটি ভালো কাজ করবো। কিন্তু কি করতে হবে তা তোমাকেই বলতে হবে। আগামীকাল পর্যন্ত চিন্তা করো এবং চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে একটি জিনিস চাইবে। আমি তোমার সে আরজ পূরণ করে দেবো ইনশাআল্লাহ।'

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর নবী! কী ধরনের বিষয় আপনার কাছে চাইবো?'

সুলায়মান নবী বললেন ঃ 'যা ইচ্ছে তাই চাইতে পারো। তবে তা যেনো কারো জন্যে ক্ষতিকর না হয়।'

বৃদ্ধ দুনিয়ার সহায়সম্পত্তি ও অর্থবিত্তের দিক দিয়ে অভাবী ছিলেন না। তার সবকিছুই ছিল। তার জীবনযাত্রা ও সংসার ছিল সুখ-শান্তিপূর্ণ। স্ত্রী, সন্তান, বাড়িঘর, জমিজমা ও বাগবাগিচা সবই তার ছিল। অনেক পশুপাখী তার খামারে ছিল। তিনি নিজে পশুপাখী পালন ও কৃষিকাজ পছন্দ করতেন। যখনই অবসর পেতেন তখনি যেতেন জমিতে ও খামারে। ফল ফসলের ফলন এবং পশুপাখীদের বাড়ন ও খেলাধুলা দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দ পেতেন। বিশেষ করে একেক ধরনের পশুপাখীর একেক ধরনের সাড়াশব্দ শুনে তিনি বেশ মজা পেতেন ও এ নিয়ে বেশ চিন্তা ভাবনা করতেন। তার প্রায়ই মনে জাগতোঃ ইস্! আমি যদি এসব পশু-পাখীর ভাষা জানতাম তাহলে বুঝতে পারতাম এরা পরস্পর কীসব বলাবলি করে এবং এদের জগৎটায় কী ঘটছে। এছাড়া এরা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কী বলে এবং অন্যান্য প্রাণী ও বিষয় সম্পর্কে কী জানে তা জানতে পারলে কতই না ভাল হতো।

হযরত সুলায়মান যখন তাকে কিছু চাওয়ার জন্যে বললেন তখন তার মনে সেই পুরাতন ইচ্ছাটাই জাগলো। রাতে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে এ বিষয়ে তিনি অনেক ভাবলেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, পশুপাখীর ভাষা জানার যে আনন্দ তা অন্য কোন কিছুতে তিনি পাবেন না।

www.pathagar.com

পরদিন হযরত সুলায়মান যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি বললেন ঃ 'যদি আপনি আমার প্রতি কোন বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করতে চান তাহলে আমার আরজ হচ্ছে পশুপাখীদের ভাষা জানা। আর কিছুই আমি চাই না। কেননা আপনার দোয়া ও করুণায় আমার সব কিছুই আছে।'

হযরত সুলায়মান বললেন ঃ 'আজব আর্জি পেশ করেছো! তুমি কী মনে করো এ কাজ তোমার জন্যে ফায়দা দেবে?'

বৃদ্ধ বললেন ঃ 'আমি এ জ্ঞান থেকে কোন ফায়দা লাভ করতে চাই না। আমার মনটা এ রকম চাচ্ছে। এতে তো কারো কোন ক্ষতি নেই। আমি শুধু জানতে চাই পশুপাখীরা রাত-দিন কী বলে যে এতো সব বিচিত্র আওয়াজ ও সাড়া শব্দ করে।'

হযরত সুলায়মান বললো ঃ দেখো, আমিও আল্লাহতায়ালার কাছে এ ধরনের দাবী করেছিলাম এবং তিনি আমাকে সে জ্ঞান শিখিয়েছেন। কিন্তু পশু-পাখী ও প্রাণীকুলের ভাষা হচ্ছে গোপন রহস্য এবং আল্লাহর খাস বান্দারা বৈ অন্য কেউ জানে না। তুমি কী এ ইচ্ছা বাদ দিয়ে অন্য কিছু দাবী করতে পারো না?'

বৃদ্ধ ঃ না, আর কিছুই আমি চাই না। আমি তো আপনার কাছে কিছুই দাবী করিনি। আপনিই আমাকে নির্দেশ দিলেন কিছু চাইতে। এখনও আপনার ইচ্ছা। দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। তবে আমি এ বিষয় ছাড়া আর কিছু চাই না।'

হযরত সুলায়মান ঃ বেশ, ভাল কথা। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম কিছু একটা দেবো বলে। সুতরাং কাল পর্যন্ত ফলের জন্যে অপেক্ষা করো।'

হযরত সুলায়মান পয়গম্বর (আঃ) এ সত্যবাদী বৃদ্ধের ইচ্ছার কথা নিয়ে হযরত জিবরাইল ফেরেশতার (আঃ) সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত জিবরাইল চলে গেলেন এবং ফিরে এসে বললে ঃ 'আল্লাহতায়ালা তাঁর সৎ বান্দাদের একক দোয়াকে কবুল করেন। তবে এ বৃদ্ধের ইচ্ছা পূরণ হওয়া ও তা বলবৎ থাকার জন্যে দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ এ বিষয়টি গোপন থাকতে হবে। অর্থাৎ কাউকে বলা যাবে না। আর দ্বিতীয়তঃ এ জ্ঞান দিয়ে কারো কোন ক্ষতি করা যাবে না বা কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। এ দুই শর্ত মেনে চললে সে পশুপাখীদের ভাষা কাজে লাগাতে পারে।'

হযরত সুলায়মান জবাব শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং ভাবলেন ঃ এসব শর্তের ফলে তাঁরও যেমন ক্ষতি হবে না তেমনি অন্যদেরও কষ্টের কারণ হবে না। লোকটাকে এসব শর্তের কথা বলে সাবধান করে দেয়া হবে।

হযরত সুলায়মান বৃদ্ধকে পরদিন ডেকে বললেন ঃ তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। তবে

www.pathagar.com

দু'টি শর্ত মানতে হবে। একটি হচ্ছে, এ জ্ঞানের দ্বারা তুমি কাউকে কষ্ট দিতে ও কারো ক্ষতি করতে পারবে না। যদি কারো ক্ষতি হয় তাহলে দোয়া বাতিল হয়ে যাবে।'

বৃদ্ধ বললো ঃ 'মেনে নিলাম।'

হযরত সুলায়মান এরপর বললেন ঃ আরেক শর্ত হচ্ছে এই যে, তুমি ছাড়া আর কেউ যেনো ঘুণাক্ষরেও এ রহস্যের কথা না জানে। যদি কাউকে বলো তাহলে সেদিনই তোমার জানের উপর বিপদ নেমে আসবে। সুতরাং এখন নিজে ভেবে দেখো।'

বৃদ্ধ বললো ঃ 'এটাও মেনে নিলাম।'

তখন হযরত সুলায়মান বললেন ঃ বেশ ভাল কথা! যাও, এখন থেকে পশুপাখীদের যে কোন সাড়াশব্দের অর্থ তুমি বুঝবে। আর এখন থেকে তোমাকে আমার দরবার হতে মুক্ত করে দিলাম। এখানে কোন কাজ করতে হবে না। তুমি তোমার কৃষি ও খামারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো। যাও, শান্তিতে থেকো।'

বৃদ্ধ লোক পয়গম্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে এলেন নিজের পশুপাখীর খামারে। পশুপাখীদের সাড়াশব্দ কানে আসতেই তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। একজন আরেকজনকে উপদেশ দিচ্ছে, একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়া করছে, মোরগ আজান দিচ্ছে, কবুতর নামাজ পড়ছে, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া পরস্পরের সাথে আলাপ-সালাপ করছে। সব ব্যাপারেই এরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করছে। ভবিষ্যতের খবর বলছে এবং আরো কতো কী! বৃদ্ধ এখন সবই শুনছেন ও বুঝতে পারছেন। তাঁর খুশী ও উল্লাস আর ধরে না, উপচে পড়ছে।

বৃদ্ধ এখন ভীষণ খুশী। তাঁর বহুদিনের মনের এই আরজ পূরণ হওয়ায় তিনি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন এবং নিজেকে মহা সৌভাগ্যের অধিকারী বলে ভাবতে লাগলেন।

এরপর থেকে তিনি সকাল-বিকাল ঘরের বারান্দায় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বসতেন এবং সামনেই কিছু পশুপাখী রাখতেন যাতে ওদের কথাবার্তা বুঝে মজা উপভোগ করতে পারেন। এভাবে তাঁর দিনগুলো বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার ভেতর দিয়েই কাটতে লাগলো।

একদিন দুপুরে বৃদ্ধ খানাপিনার পর বারান্দায় বসে বসে হযরত সুলায়মানের 'জ্ঞান-প্রজ্ঞা' কিতাবখানি পড়ছিলেন। তাঁর সামনেই উঠোনে একটি গাধা ও গরু শুয়ে শুয়ে কথাবার্তায় মগ্ন ছিল।

এ গরু ও গাধা প্রতিদিন একসাথে ক্ষেতে কাজ করতো। চাষীরা প্রতিদিন এদের নিয়ে

www.pathagar.com

যেতো মাঠে এবং কাজ শেষে নিয়ে আসতো বৃদ্ধের বাড়িতে। এরা একই সাথে বোঝা বইতো। পালা করে লাঙ্গল টানতো। ঘানি টানতো, ফসল মাড়াইয়ের কাজ করতো। কিন্তু সেদিন ক্ষেতে দুটোই পরস্পর ঝগড়া এবং বকাবকি করে। তাই দুপুরে বাড়ি ফিরে এসেও সেই ঝগড়ার রেশ ধরেই কথাবার্তা বলছিল।

গাধা গরুকে বললো ঃ এ রকমই যখন করলি তখন তোর মাথায় এমন বিপদ ঝাড়বো যে মজা টের পাবি।

গরু বললো ঃ না, কিছুই করতে পারবি না। কী করবি রে? তোর কী করারই বা মুরোদ আছে শুনি?

গাধা ঃ এখন থেকে উঠোনেই পড়ে থাকবো। একটুও নড়াচড়া করবো না। তোকে কোন সাহায্যই করবো না। তোকে একাই নিয়ে যাবে কাজে এবং এতো কাজ আদায় করবে যে, তোর পাঁজরগুলো মোম হয়ে যাবে।

গরু ঃ স্বপ্নে দেখ্ছিস, না? এমন মুগুর পেটা করবে যে, আরো চারটা হাত-পা কারো থেকে কর্জ নিয়ে উর্ধশ্বাসে দৌড়ে যাবি কাজে।

গাধা ঃ দেখিস কী করি! মার খাবো কিন্তু নড়বো না। শেষ পর্যন্ত পেটাতে পেটাতে নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেবে।

গরু ঃ বেশ! তুইও দেখবি, আমিও দেখবো।

গাধা ঃ দেখাদেখির আর কিছুই নেই। যা বলছি তাই করবো।

এমন সময় চাষীরা এলো গরু গাধাকে নিয়ে মাঠে যেতে। গরু যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু গাধা ওঠলো না, পড়ে রইলো। গাধাকে টানাটানি করে উঠাতে না পেরে চাষীরা লাঠি দিয়ে আচ্ছা করে পেটালো। গাধা মার খেয়ে চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিলো তবু উঠলো না। শুধু বলতে লাগলো ঃ 'যাবো না, যাবো না ...'

গরুটিকে নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় গাধা গরুকে বললো এবার যা বেটা? এতো কাজ কর যাতে প্রাণ তোর ওষ্ঠাগত হয়ে আসে।

গরু ঃ ছবর কর! চেয়ে দেখ্ তোকেও কেমন করে নিয়ে যায় মাঠে।

গাধা ঃ 'আমাকে টুকরো টুকরো করলেও জায়গা থেকে নড়বো না।' গাধা ঠিকই বলেছে। এরপর দু'জন শ্রমিক এসে তাকে যতই পিটালো না কেনো সে মোটেও উঠলো না।

বৃদ্ধ বারান্দায় বসে বসে গাধার মার খাওয়া দেখে মায়া অনুভব করেন। শ্রমিকদের বললেন ঃ 'ছেড়ে দাও ওকে! হয়তো আজ গাধার শরীরটা ভাল নয়। ওকে ঘুমুতে দাও।'

www.pathagar.com

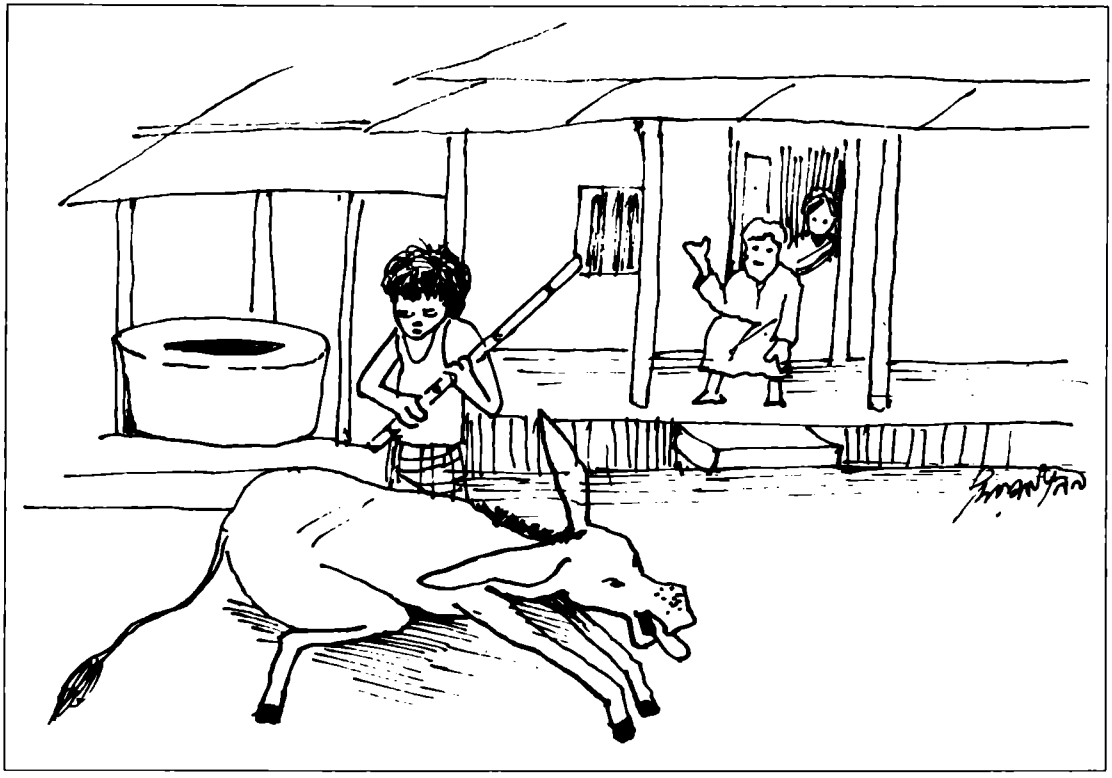

গাধাকে ছেড়েই শ্রমিকরা গরু নিয়ে মাঠে চলে গেলো।

বিকালে গরু এলো ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত আধমরা হয়ে। সত্যবাদী বৃদ্ধ বিকালেও বারান্দায় বসে বসে বই পড়ছিলেন। তার স্ত্রী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু সাজগোজ করছিলেন। গরু-গাধাকে দেখেই বললো ঃ 'আজ বজ্জাতি করেছিস। কিন্তু এর ফল তুই ভোগ করবি। আগামীকাল তোর মজা দেখাবো।'

গাধা বললো ঃ 'আজ তো তোর উপর প্রতিশোধ নিতে পারলাম। আগামীকাল আল্লাহ মেহেরবান। আজ দুপুরে আমাদের মনিব আমার পক্ষ নিয়েছিলেন। তিনিও অলসতা পছন্দ করেন।'

গাধার এ কথা শুনে বৃদ্ধের হাসি পেলো এবং তিনি বড় শব্দ করে হেসে উঠলেন। বৃদ্ধের স্ত্রী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যে তাঁর স্বামী তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছেন। তাই স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হাসছো কেনো? আমাকে দেখে হাসছো?'

স্বামী বললেন ঃ 'না।'

স্ত্রী বললেন ঃ তাহলে হাসলে কেনো? এখানে আবার হাসির কী পেলে?

www.pathagar.com

স্বামী কোন জবাব দিলেন না।

স্ত্রী বললেন ঃ আমি আয়নায় দেখেছি যে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছো। সত্য কথা বলো যে আমার কোন্ বিষয়টা হাসির দেখতে পেলে?

বৃদ্ধ স্বামী ঃ 'আরে বাপু, আমার হাসির অন্য কারণ ছিল।'

স্ত্রী ঃ 'সে কারণটা কী?'

বৃদ্ধ ঃ 'না, এমনিতেই হাসি পেয়েছিল'।

স্ত্রী ঃ 'না, তা হতেই পারে না। তুমি কোন কালেই অনর্থক হাসো না। নিশ্চয়ই আমার মাঝে কোন দোষ দেখতে পেয়ে আমাকে ঠাট্টামস্করা করছো।'

বৃদ্ধ ঃ খোদার কসম, এ হাসির সাথে তোমার কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি তোমার চিন্তায় ছিলাম না। অন্য এক বিষয়ে ভাবছিলাম। হঠাৎ হাসি পেয়ে গেলো। এর জন্যে এতো পীড়াপীড়ি করছো কেনো?

স্ত্রী ঃ যদি সত্য কথা বলো তাহলে পীড়াপীড়ির কিছুই থাকবে না। কিন্তু সত্য কথা না বললে নিশ্চয়ই সন্দেহ-সংশয় থাকবে। আমার কী দোষত্রুটি পেলে যে, আমাকে নিয়ে হাসলে? আর এখন বলছো না কেনো যাতে আমি নিজেকে সংশোধন করতে পারি?

বৃদ্ধ বললো ঃ 'আস্তাগফিরুল্লাহ! আজব বিপদেই না পড়লাম দেখছি! আরে বাপু আল্লাহর কসম, নবীর কসম, পীরের কসম। সেই সুলায়মান পয়গম্বরের কসম! আমার হাসির সাথে তোমার কোন সম্পর্ক ছিল না।'

স্ত্রী ঃ 'তাহলে কীসের সাথে তার সম্পর্ক ছিল? কেনো আমি তা জানতে পারবো না? হায়রে খোদা, এ সংসারে আমি কতোই না হতভাগী যে, স্বামীর হাসিটা কীসের সাথে সম্পর্কিত তাও জানার অধিকার আমার নেই।'

এ বলে বৃদ্ধের স্ত্রী কান্না জুড়ে দিলেন এবং কসম খেয়ে বললেন ঃ যদি সত্য কথা না বলো তাহলে আমি এ বাড়ীতে আর থাকবো না। রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যাবো। আমি কি পর হয়ে গেছি যে, তোমার হাসির কারণ জানতে পারবো না! আমি সবসময় চেষ্টা করে এসেছি যাতে সব কাজকর্ম ভালোভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। কখনো অনুমতি না নিয়ে কোন কিছুতেই হাত দেইনি। আর এখন কিনা সারা জীবন খেটে মরার পর আমাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করছো। হাসছো অথচ কারণটা বলছো না! আর আমার বরদাশত হচ্ছে না। আর সইতে পারবো না। আল্লাহর কসম, যদি সত্য কথা না বলো তাহলে আমার ভাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করবো, আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে যা বলার নয় তাই বলে বেড়াবো। আমরা কারো হাসিঠাট্টার লোক

www.pathagar.com

নই, এমন বংশে আমাদের পয়দা হয়নি। আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের বংশকে মস্করা করেনি। আমরা সুলায়মান নবীর বংশধর। আমাদের প্রতি হাসি-তামাশা করার অধিকার কারো নেই।'

বৃদ্ধ বললো ঃ আমার মাথায় ধরছে না কী বলবো। আমি জানি যে তোমার সাথে আমার হাসির কোন সম্পর্ক নেই। তোমার সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগও নেই। তোমার কোন দোষত্রুটিও দেখি না। আমার হাসির কারণও বলা যাবে না। ক্ষতি আছে এবং বিপদ দেখা দিতে পারে।'

স্ত্রী ঃ বাহবা! ক্ষতি আছে, বিপদ আছে! অথচ আমি বাপের বাড়ি চলে গেলে কোন ক্ষতি নেই? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমি আজই চললাম।'

মহিলা একপাশে সরে গেলেন। বৃদ্ধ বললেন ঃ 'তোমার ইচ্ছা, যা খুশী তাই করো।'

একথা শুনে মহিলার সন্দেহ আরো বেড়ে গেলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমাকে নিয়েই হেসেছে। সে আমাকেই ছোট করতে ও অসম্মান করতে চাইছে। নাহলে বলতে পারতো না, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে।' এ কথা ভেবে মহিলার মন আরো বিষিয়ে গেলো। দারুণ বিরক্তির সাথে বললো ঃ 'না, এভাবে হবে না। নিশ্চয়ই বলতে হবে আমার কী দোষ আছে। যদি না বলো তাহলে যাবো হযরত সুলায়মানের কাছে এবং বলবো যে, তুমি আমাকে বিদ্রূপ-উপহাস করছো। এছাড়া আরো না বলার বহু কথা বলবো।'

মহিলা ছিলেন বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের। হযরত সুলায়মানের সাথে তাঁর আত্মীয়তা রয়েছে। বৃদ্ধ দেখলো আজব বালা মুছিবতেই না আটকা পড়েছে। এক দিকে হাসির কারণ মোটেও বলা যাবে না। এ রহস্যকে অবশ্যই গোপন রাখতে হবে। অন্য দিকে তার প্রিয়তম স্ত্রী, দীর্ঘদিনের সংসার জীবন পরিবারের সুখশান্তি ও ইজ্জত-সম্মান বরবাদ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। স্ত্রীর ঠিকই অধিকার আছে এসব কিছু বলার ও করার। কিন্তু সত্য কথা তাকে বলতে গেলে যে তাঁর নিজের জীবনই বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে! তাঁর জীবনেরই অবসান ঘটবে। যদি না বলে তাহলে তাঁর স্ত্রী হযরত সুলায়মানের কাছে গিয়ে নালিশ করলে ইজ্জত সম্মান সবই যাবে। অথচ হযরত সুলায়মান নিজেই চায় না যে, এ রহস্য অন্য কারো কাছে বলা হোক। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যে একেবারে নাছোড় বান্দা। কসম খেয়ে বসেছে। অন্যদিকে সে জীবনে কখনো মিথ্যা বলেনি। তাই তাঁর মন চায় না যে, সে কোন মিথ্যা বানিয়ে স্ত্রীকে বুঝ দেবে। কেননা এতে তাঁর সুনাম নষ্ট হবে এবং নিজের বিবেকের কাছেই লজ্জিত হবে।

বৃদ্ধ ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। নিজে নিজে ভাবলেন 'বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গেছি। সুতরাং জীবনের এ শেষ সময়েও সত্য কথা বলতে

www.pathagar.com

দাও! যদি জানের উপর বিপদ আসে না হয় আসুক, আপত্তির কিছু নেই। আমার তো আর কোন খায়েসই নেই। যা ইচ্ছে হতে দাও।'

এভাবে তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ 'ঠিক আছে, আমি তোমার কাছে সত্য কথাই বলবো। তবে জেনে রাখো যে, এ হাসির সাথে তোমার কোন ব্যাপার নেই। এ হাসির রহস্য ফাঁস করে দিলে আমার জানের উপর বিপদ নেমে আসবে। এখন যদি চাও তাহলে খুলে বলবো।'

স্ত্রী ঃ 'এসব বাজে কথা দূরে রাখো। কোন দিন সত্য কথা বলায় কারো জানের উপর বিপদ আসে না। এ পর্যন্ত কোন্ নবী বলেছেন যে, মিথ্যা কথা বলো, সত্য বলো না। তুমি আমাকে ডর দেখাতে চাও। মিথ্যাও যদি বানিয়ে বলো আমি ঠিকই ধরে ফেলবো। আমি সুলায়মান নবীর আত্মীয়। আমরা সত্য মিথ্যা বুঝি। যেমন এতদিন পর্যন্ত জানি যে কখনো মিথ্যা বলনি।'

বৃদ্ধ বললেন ঃ 'ঠিক আছে। মিথ্যা নিশ্চয়ই বলবো না। সত্য কথা বলতে গিয়ে আমার প্রাণকেও না হয় বিসর্জন দেবো।'

স্ত্রী ঃ 'না, তোমার জানের কোন ক্ষতি হবে না। আমি নিশ্চিত যে, সত্য কথা বলে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।'

বৃদ্ধ ঃ 'বেশ! তবে আমার একটা অনুরোধ আছে। আমাকে তিন দিনের সময় দাও। তিন দিন পর আমি আমার হাসির কারণ তোমাকে বলবো।'

স্ত্রী ঃ 'ঠিক আছে। এটা হলো কথার কথা। তিন দিন সময় দিলাম। কিন্তু এরপর সত্য কথা ছাড়া মিথ্যা শুনতে রাজী নই।'

বৃদ্ধ ঃ 'ঠিক আছে। তাই হবে।'

বৃদ্ধ তার এ পরিস্থিতির জন্যে দারুণ পেরেশান হয়ে উঠলেন। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বললেন ঃ 'আজব কাজই না করে বসলাম! আজব দাবীই না আল্লাহর কাছে করলাম! হায়রে আহাম্মক! তোর কী ডালভাত ছিল না, রুটি-রুজী ছিল না, নুন পানি ছিল না যে, জীব-জানোয়ারের ভাষা শিখতে গেলি! একী আজব বিষয় পয়গম্বরের কাছে চাইতে গেলি? তোর কিসের অভাব ছিলো? মূর্খ নাদান কোথাকার! এখন ভোগ নিজের কর্মফল। সারাজীবন সৎ ও সত্য পথে চলে কিনা আজ তোর এ করুণ পরিণতি! শেষ জীবনের ক'টা দিন কোথায় সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে যাবি সেখানে কিনা– নিজ হাতে এমন বিপদ ডেকে আনলি! হায়রে কমবখত্ দুর্ভাগা!'

বৃদ্ধ দুঃখে কষ্টে তিন দিনে জর্জরিত হয়ে গেলেন। এ তিন দিনের ভেতর তিনি তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম ও সংসারের ভবিষ্যত ব্যবস্থাপনা গোছগাছ করলেন। যাকে পেলেন

www.pathagar.com

তার কাছেই ভুলত্রুটির জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আপন লোকজন ও কর্মচারীদের উপদেশ দান করলেন এবং সহায়সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়ে অছিয়তনামা লিখে ফেললেন। এরপর নিজেই নিজেকে এ বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, 'কেউতো আর চিরকাল দুনিয়ায় থাকবে না। আমিও অনেক বৃদ্ধ হয়েছি। আপত্তি নেই আর এ দুনিয়া থেকে সত্যবাদিতার জন্যে বিদায় নিতে। সততা ও সত্যবাদিতার মুখে যদি মারাও যাই তাতেও গোনাহ নেই। মিথ্যা কথা বলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার চেয়ে সত্য কথা বলে মারা যাওয়াও হাজার গুনে

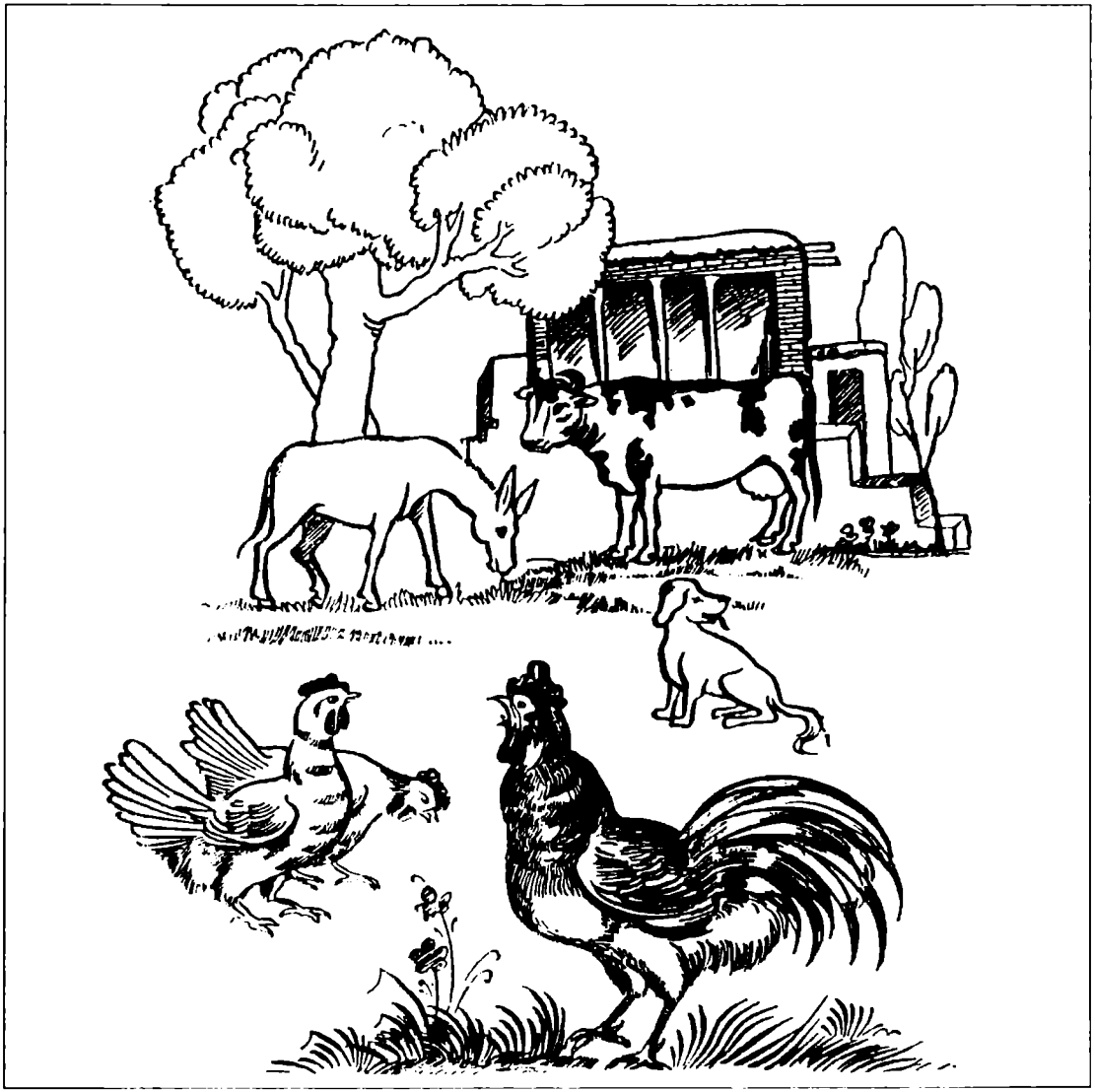

www.pathagar.com

শ্রেয়।

তৃতীয় দিন বৃদ্ধের দুঃখ বেদনা ও হাহুতাশ আর পরিতাপের সীমা রইলো না। শেষবারের মতো মনের অজান্তেই বারান্দায় এসে বসলেন। এ সময় তার প্রিয় গরু, গাধা, কবুতর, খরগোশ, ভেড়া ও অন্যান্য পশুপাখী উঠানে ছিলো। ওরাও মনিবের আসন্ন পরিণতির জন্যে দুঃখভারাক্রান্ত। কারো মুখেই তেমন কথা নেই। শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে।

ঠিক এসময় ক'টা মোরগ বাগান থেকে এসে ঢুকলো সেখানে। এদের পিছু পিছু ছুটে এলো আনন্দে উৎফুল্ল বড় মোরগটি। উঠোনে ঢুকেই মোরগ তার পাখা দুটো মেলে ঘাড় উঁচু করে লম্বা ও উচ্চস্বরে ডেকে উঠলো কক্‌কো কো...। তারপর হামলা শুরু করলো মুরগীদের উপর। মুরগীরা আপত্তি-অনুযোগ ও বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলো।

উপস্থিত অন্যান্য পশুপাখী মোরগের সমালোচনা করে বলতে লাগলো ঃ তোর কী চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছিস না যে আমাদের মনিব কী বিপদেই না পড়েছেন? তাঁর এখন মরণকাল আর তোর কিনা নাচের হাল। লজ্জা-শরম বলেও তো একটা কথা আছে! দয়ামায়া কী একেবারেই ভুলে গেছিস? যে মনিবের এতো খাইলি সে মনিব বেচারার দিকে একবার নজর করে দেখ কী ফাঁদেই না আটকা পড়েছে? মরণের আগেই কী দারুণ মরণ যন্ত্রণাতেই না তিনি ভুগছেন?'

পশুপাখীদের এসব দুঃখ পরিতাপের কথায় বৃদ্ধের অন্তর একেবারে পুড়ে জ্বলে গেলো এবং তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভাবতে লাগলেন ঃ আমি কতোইনা দুর্ভাগা যে, পশুপাখীরাও আমার জন্যে হায় আফসোস করছে। বৃদ্ধ এ কথা ভেবে উচ্চস্বরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। কান্নার আওয়াজ শুনে পাশের ঘর থেকে স্ত্রী দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হলো, কাঁদছো কেনো?'

বৃদ্ধ স্ত্রীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জবাব দিলেন ঃ 'এ কান্নাও ঐ হাসির সাথে সম্পর্কিত। এখন যাও তোমার কাজ করগে। আজ বিকালেই তোমাকে রহস্য বলার ওয়াদা রয়েছে। তখনি সব বুঝবে।'

স্ত্রী আর কিছু না বলে দুঃখ মনে ফিরে গেলেন।

এদিকে মোরগ আবারো পাখা মেলে ও ঘাড় উঁচু করে আজান দিলোঃ 'কক্‌কো কো ....!' এরপর সে পুনরায় ঝাপিয়ে পড়লো একে একে মুরগীগুলোর উপর।

এবার গরু ও গাধার আর সইলো না। মেজাজ তিরিক্ষি করে বললোঃ 'তুই একটা আস্ত পাগলা মোরগ। একেবারে বদমায়েশ। দেখতে পাচ্ছিস যে আমাদের মনিব ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন আর তুই কীনা কুস্তিগীরি করছিস। বাহাদুরির আর সময় পেলি না?'

www.pathagar.com

মোরগ এবার বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো ঃ 'মনিবের বারোটা বাজার জন্যে আমি দায়ী নাকি? তিনি নিজেই নিজের এ অবস্থা ডেকে এনেছেন। তিনি নিরেট দুর্বল জরীফ লোক। তার কোন মুরোদ নেই। বসে বসে কীনা বউয়ের কারণে কেঁদে কেটে বুক ভাসাচ্ছেন! উপায় থাকতে তিনি নিজেই বদবখতি ডেকে আনছেন। সেই প্রথম থেকেই তার উচিত ছিলো ঠিক মতো জবাব দেয়া। স্ত্রীর কি অধিকার ছিলো তার বিরুদ্ধে বাইরে গিয়ে অভিযোগ করার। তিনি ঘরে বসে নিজের ইচ্ছায় হাসবেন, আনন্দ করবেন এর জন্যে আবার জবাবদিহী করতে হবে নাকি। কই, আমি তো একটি মোরগ মাত্র ! আমারতো দশ বারোটা বউ রয়েছে। তাঁর চেয়ে তো কতো বেশী আনন্দ উল্লাসে আমি জীবন যাপন করছি। তাঁর চেয়ে কতো ভাল করে সংসার চালাতে জানি আমি। অথচ তিনি একজন পুরুষ মানুষ হয়ে কিনা একমাত্র স্ত্রীকেই রাখতে পারছেন না! ভয় পাচ্ছেন তার বউ চলে যাবে! আমি হলে সে প্রথম হাসির দিনেই কাঁচা বাঁশের বেত নিয়ে বউকে শাসিয়ে বলতাম 'হাসছিতো হাসছি! তাতে তোর কী? আমার মনে চাইছে হাসছি।'। বউ না হয় কতক্ষণ মুখ ভার করে থাকতো। কিছু সময় গেলে পরে বউকে ফের আদর করে বলতামঃ 'আরে তোমার মতো বউই হয় না।! তোমাকে পেয়ে আমি আনন্দিত, ধন্য ! তুমিই আমার জীবনের সব।' একবার শাসন একবার সোহাগ। ব্যস, হয়ে গেলো। এতে না মিথ্যা বলা হলো, না গোপন কথা ফাঁস করা হলো। এই ব্যক্তি যদি সেই প্রথম দিনেই দুর্বলতা না দেখাতেন তাহলে এখন বসে বসে কাঁদতে বাধ্য হতেন না। যে লোক কথা বলতে জানেন না এবং বউকে এতো ভয় পান তাঁর তো মেয়ে লোকের মত কান্নাই ভাল। তাঁর কপালে দুঃখ আর কান্না ছাড়া কী থাকবে? কিন্তু আমি যেখানে লাথিগুঁতো ও ঠোঁকর মেরেই মুরগীদের নিয়ে সংসার করতে পারি, ওদের আটকে রাখতে পারি আমি কেনো মনিবের নিজ হাতে বানানো দুঃখে দুঃখিত হতে যাবো, আফসোস করবো?

বৃদ্ধ মনিব মোরগের কথা শুনে মনে মনে ভাবলেন ঃ 'মোরগের কথাই ঠিক। আমি মোরগের চেয়েও ছোট হলাম কিসে? কেনো ভয় পাবো? কেনো নিজ হাতে নিজের মরণ ডেকে আনবো? এই তো হাতের কাছে বেত পড়ে আছে। এক মুখে তিতা আরেক মুখে মিঠা! ব্যাস, কেল্লা ফতেহ!'

এ ভেবে বৃদ্ধ কান্না ভুলে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। এরপর তিনি চাকরদের ডেকে বললেন, 'মোরগ মুরগীদের সামনে বেশী করে গম কাউন ছড়িয়ে দে। এরপর তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বসলেন। তাঁর ঘাড়ের উপর থেকে যেনো মৃত্যু পরোয়ানা মুহূর্তে বিলোপ হয়ে গেলো।

সন্ধ্যে বেলায় স্ত্রী এসে বললেন, 'তিন দিনের সময় ফুরিয়ে গেছে। এবার বল কেনো হাসলে আর কেনই বা কাঁদলে?'

www.pathagar.com

বৃদ্ধ বসা থেকে উঠে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, সময় শেষ হয়েছে। কিন্তু জীবন শেষ হয়ে যায়নি। সেদিন আমি হেসেছিলাম কারণ আমার হাসি পেয়েছিল। আর আজ কেঁদেছি কারণ কান্না পেয়েছে। এতে কারো মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। এখন যা ইচ্ছে করতে পারো।'

স্ত্রী বললো ঃ 'ঠিক আছে, আমারও কিছু করার নেই। তবে হ্যাঁ, আমি হযরত সুলায়মানকে কিছু কথা বলবো।'

বৃদ্ধ তখন হাতের বেত দিয়ে স্ত্রীর বাজুতে আঘাত হেনে বললেন, 'নালিশ যখন করবেই যাও, এই বেত খাওয়া নিয়েই নালিশ করো। হাসি নিয়ে নালিশের চেয়ে বেত খাওয়ার নালিশ অনেক ছোট।'

স্ত্রী স্বামীর আচরণে তাজ্জব বনে গেলেন এবং বললেন, 'এ আবার কী ধরনের আচরণ করলে? তুমি তো আজ পর্যন্ত এ কাজ কোন দিন করোনি?

বৃদ্ধ ঃ 'তোমার জন্য একটা বাহানা তৈরি করতে চাইলাম। নইলে একটা হাসি নিয়ে এতো ঝগড়া ফ্যাসাদ হতে পারে না। হাসি একটা আনন্দের বিষয়। সেদিন তোমার সুন্দর মুখ দেখে হেসেছিলাম। আজ আবার তোমার এতো বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা দেখে কেঁদেছি। হাসি আর কান্না নিয়ে এই শেষ কথা। আর কোন বাড়াবাড়ি নয়। তুমিও যদি কখনো হাসো বা কাঁদো তাতে আমি দোষ ধরবো না। সাধারণ একরত্তি বিষয় নিয়ে মানুষের উচিত নয় নিজেদের জন্যে এতো দুঃখকষ্ট ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা।

স্ত্রী বললো ঃ 'সত্য কথাই বলেছো। আমি ভুল করেছিলাম। সামান্য ব্যাপার থেকে কি কাণ্ডটাই না করে ফেললাম। আর কোন নালিশ অভিযোগ নেই। চলো সব ভুলে যাই। সব সময় হাসি খুশীতে থাকারই চেষ্টা করা উচিত।'

এরপর দু'জনই হেসে ফেললেন। ছেলেমেয়েরা এবং চাকর-চাকরানীরা সবাই দু'জনের হাসাহাসি ও মিল মহব্বতের আওয়াজ শুনে আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে আনন্দ করতে লাগলো। সবার মুখেই এখন হাসি।

কিন্তু এদিকে ঘটেছে আরেক কাণ্ড। বৃদ্ধ এরপর থেকে যত চেষ্টাই করেননি কেনো পশুপাখীদের কোন কথাই আর বুঝলেন না। তিনি তাজ্জব হয়ে একদিন গেলেন হযরত সুলায়মানের দরবারে এবং এ ঘটনার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

হযরত সুলায়মান আগাগোড়া সব কাহিনী শুনলেন এবং বললেন ঃ 'ঠিক আছে। যথাযথ কারণেই তুমি আর ওদের ভাষা বুঝবে না। প্রথমেই আমরা তোমাকে দু'টি শর্ত দিয়েছিলাম। তাকি তোমার মনে আছে?'

www.pathagar.com

সত্যবাদী বৃদ্ধি মুরিদ, বললেন ঃ 'জ্বী হা ! মনে আছে। প্রথম কথাটি ছিল যে, এ রহস্যের কথা কাউকে বলা যাবে না। আর তা আমি কারো কাছে বলিনি।'

হযরত সুলায়মান (আঃ) বললেন ঃ 'ফাঁস করে দাওনি বলেই প্রাণ বাঁচাতে পারলে। এরপর?'

বৃদ্ধ বললেন ঃ 'দ্বিতীয় শর্তটি ছিল এই যে, এ জ্ঞানের দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না বা কারো ক্ষতি করা যাবে না।'

হযরত বললেন ঃ 'ঐ বেত দিয়ে স্ত্রীর বাজুতে আঘাত হেনে একজনকে কষ্ট দিয়েছো। তাই দোয়াও বাতিল হয়ে গেছে।'

বৃদ্ধ বলে উঠলেন ঃ 'হায় হায়। এ বুদ্ধি যে আমি মোরগের কাছ থেকে শিখেছিলাম!'

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রা আর মোরগের জীবনযাত্রা এক নয় ! অনেক তফাৎ রয়েছে দুইয়ের মাঝে। বুঝলে!'

www.pathagar.com

ইঁদুর-বিড়াল সমাচার

'দূরাব' রাজ্যের ইঁদুরদের রাজা ছিলো 'মেহরাজ'। মেহরাজ ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

দূরাব রাজ্য সমুদ্র থেকে অনেক অনেক দূরে ছিল। এ রাজ্যে বহু শহরগঞ্জ ও গ্রাম ছিল। রাজ্যটি সবদিক থেকেই ছিল ধনসম্পদে ভরপুর। এর মানুষজনও ছিল প্রচুর।

মেহরাজের ছিল তিনজন মন্ত্রী। এরা প্রত্যেকেই ছিল খুবই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ। মেহরাজ সব গুরুত্বপূর্ণ কাজেই এ তিন মন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতো।

একদিন রাজবাড়ীতে মন্ত্রীদের বৈঠক বসার কথা থাকলেও 'জোদামা' নামক প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হয়নি।

পরদিন রাজা মেহরাজ প্রধানমন্ত্রী জোদামাকে কারণ দর্শাতে বললো যে 'গতকাল কোথায় ছিলে?'

মন্ত্রী বললো ঃ 'রাজা মহাশয়ের ছায়া আমাদের মাথায় অমর হোক। আমি জানি যে অপরাধ করেছি। তবে এর যে কারণ ছিল তা বলবো। আশা করি কল্যাণ থাকলে ক্ষমা করবেন। গতকাল আমি সব সময়ের মতই ভোর বেলায় রাজদরবারের খেদমত করার জন্যে রওয়ানা হই। কিন্তু আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর। আমাকে আসতে হলে একটি ময়দান পার হতে হয়। এ ময়দানে ইঁদুরযাত্রার পাতাল সুড়ঙ্গ নেই। তাই প্রতিদিন আমাকে ময়দানের উপর দিয়েই দৌড়ে পার হতে হয়। গতকাল সকালে যখন একটি দেয়ালের ছিদ্রপথে ময়দানে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম তখন এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ আমার কানে এলো। আমার স্থির ধারণা হলো যে, এ আওয়াজ মৃত্যুযম বিড়ালের।

আওয়াজটা আসছিল ছিদ্র মুখের কাছাকাছি কোন স্থান থেকে। কান পেতে শুনলাম; শুধু মিয়ো মিয়ো মিয়ো ...।' ভাবলাম, ময়দানতো বিশাল বড়। যদি ময়দানের এক পাশ থেকে অপর পাশে মাটির উপর দিয়ে যাই তাহলে জানের ভয় আছে। অবশ্য আমার জানের কোন মূল্যই নেই। কিন্তু বুদ্ধিমানের উচিত নয় সাবধানতাকে ত্যাগ করা। পবিত্র কিতাবে বলা হয়েছে ঃ 'অনর্থক নিজেদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ো না।' তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম যাতে বিড়াল সেখান থেকে বিদায় হয়। কিছুক্ষণ পর কুকুরের ঘেউ ঘেউ

www.pathagar.com

শব্দ শুনে উল্লসিত হলাম এবং ভাবলাম; 'যমের উপরও যম আছে।' এখন নিশ্চয়ই কুকুরের ভয়ে বিড়াল পালাবে এবং আমার পথ বিপদমুক্ত হবে। কিন্তু অবাক হলাম যখন শুনতে পেলাম যে, বিড়ালের কণ্ঠ এক মুহূর্তের জন্যেও থামছে না। আমি ভয়ে গর্ত থেকে বের হলাম। এদিকে অনেক দেরি হয়ে গেলো অফিসের। বিড়ালের আওয়াজ কিন্তু চলছেই। তাই বাধ্য হয়ে ফিরে গেলাম বাড়িতে। চিন্তা করলাম, 'আমাদের ধর্মে জান বাঁচানো ফরজ এবং জ্ঞানীদের কাছে আমার অজুহাত কবুল হবে।'

গতকাল গেলো। আজও যখন আসছিলাম তখন একই শব্দ শুনলাম।

মেহরাজ ঃ কথা বেশী বলছো। সংক্ষেপ করো।

জোদামা ঃ জ্বী, তাই হবে। আওয়াজ শুনে আজও ভয় পেলাম। কিন্তু ভাবলাম, হররোজ অফিস কামাই করা যায় না। মৃত্যুতো একবার আছেই। যা হবার হবে। ছিদ্র থেকে বের হয়ে এলাম। যেদিকেই তাকাই না কেনো সবদিক থেকেই বিড়ালের আওয়াজ পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার বিড়াল কোথাও দেখা গেলো না ! চোখকান খাড়া করে সবদিকে নজর দিলাম। এরপর যেদিক থেকে আওয়াজ আসছে সেদিকে এগুতে থাকলাম। হঠাৎ এমন কিছু বুঝলাম যে, নিজেই নিজের ভীরুতা ও কাপুরুষতার জন্য লজ্জায় মরে গেলাম। আওয়াজ যা আসছিল তা বিড়ালের আওয়াজ নয়। একটি চরখার আওয়াজ। চরখা আস্তে আস্তে ঘুরছিল আর অনেকটা মিয়ো মিয়ো শব্দ করছিল। ভালো করে তদন্ত করতেই বুঝা গেলো একজন শ্রমিক কুয়া বানাচ্ছে। আর ওই চরকা দিয়ে কুয়া থেকে মাটি তুলে, তা সরাচ্ছে। চরখা উঠানামার সময় বিড়ালের আওয়াজ করছে। এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর দুশ্চিন্তামুক্ত হলাম। কিন্তু এই ভয়ভীতির কারণে আপনার পবিত্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার বরকত থেকে বঞ্চিত হলাম। এই কারণে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। এতে আমার অপরাধ হয়ে থাকলে শাস্তি শিরোধার্য। আর যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে আপনার মহিমা ও মহানুভবতার কাছে চিরঋণী থাকবো।

মেহরাজ সেরা মন্ত্রীর কথা শুনে কতক্ষণ নীরব রইলো। এরপর মন্ত্রীদের ডেকে বললোঃ তোমাদের অভিমত কি?

দ্বিতীয় মন্ত্রীর নাম শোদামা। সে মুখ বললো ঃ আমার কথা হলো বিড়ালের আওয়াজ ভয়ঙ্কর ঠিকই তবু জোদামা অপরাধী। তার বিচার হওয়া উচিত। কেননা আজ সে যে কাজ করেছে তা গতকালও করতে পারতো। সাহস একেই বলে। নইলে একজন মন্ত্রী নিজে যদি এতো ভীতু হয় এবং নিজের প্রাণকে এতো ভালবাসে তাহলে অন্যান্য ইঁদুরের কী অবস্থা হবে?'

www.pathagar.com

তৃতীয় মন্ত্রী কোদামা বললো ঃ আমার কথা হলো, জোদামা অপরাধ করেছে ঠিকই তবে সে যেহেতু সবসময় কাজকর্ম সবার আগেভাগেই সম্পন্ন করে রাখতো এবং যেহেতু বিড়ালের আওয়াজ সত্যি ভয়ঙ্কর সেহেতু প্রথমবারের মতো তাকে ক্ষমা করা হোক। কিন্তু শর্ত থাকবে এই যে, আর কখনো এরূপ করবে না। কেননা আমরা যদি সব আওয়াজেই ভয় পাই তাহলে রাজ্যের কাজকর্ম স্থগিত হয়ে পড়বে।

ইঁদুর রাজ মেহরাজ কিছুক্ষণ ভেবে বললো ঃ এখানে কেউ পর নয়। সত্যি কথা বলতে কী আমরা সবাই বিড়ালের আওয়াজে ভয় পাই যদিও কখনো বিড়াল আমাদের ধরেনি। বিড়ালকে এই যে ভয় তা নিজেই একটি বিরাট সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান আমাদের অবশ্যই চিন্তা করা ও উপায় বাতলানো উচিত। আমার মতে এ ভয়ের অর্ধেক যুক্তিসঙ্গত ও বাকী অর্ধেক বেহুদা। অর্ধেক এ জন্যেই যুক্তি সঙ্গত যে যারই দুশমন রয়েছে তারই উচিত দুশমন থেকে দূরে থাকা। আমরা জানি না যে, বিড়াল কিভাবে ইঁদুর ধরে কিন্তু এ কথাটা জানি, যে ইঁদুর বিড়ালের থাবায় পড়েছে সে আর কোনকাল বাড়ি ফিরেনি। সুতরাং বিড়াল নিশ্চয়ই ভয়ের প্রাণী। ভয়ের বাকি অর্ধেক বেহুদা এ কারণে যে, যদি আমরা কুয়া খননের চরখার আওয়াজের মত যে কোন আওয়াজকে ভয় পাই তাহলে জীবনযাপন করতে পারবো না। আমার ধারণা বিড়াল সম্পর্কে এই যে বাড়তি ভয় তা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থাৎ জন্মগতভাবে পেয়েছি। হাজার হাজার বছর ধরে ইঁদুরেরা বিড়ালকে ভয় পেয়ে আসছে। মায়েরা এ ভয়কে সন্তানদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা কুয়া তৈরির চরখার আওয়াজকেও ভয় পাই। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এ বাড়তি ভয়ভীতি দূর করার জন্যে পরিকল্পনা তৈরি করা। এখন ইঁদুর জনসাধারণের ভয়ভীতি দূর করার জন্যে তোমাদের মাথায় কী কোন প্রস্তাব আছে?

প্রধানমন্ত্রী জোদামা বললো ঃ এ বান্দার দৃষ্টিতে আপনার করুণাতলে জীবনযাপনে আমাদের কোন সমস্যাই নেই। আমাদের ঘরবাড়ি খাদ্য খোরাকে পরিপূর্ণ। একমাত্র যে বিষয়টি রাজ্যের ইঁদুরের শান্তি নষ্ট করছে তা হলো এই বিড়ালভীতি। এ থেকে রেহাইয়ের একটিমাত্র পথ দেখছি তাহলো অনুসন্ধান চালিয়ে এমন কোন দেশ খুঁজে বের করা যেখানে ইঁদুর নেই। সে রকম দেশ পেলে এক রাতে সর্বসাধারণকে সংবাদ দেবো এবং সবাই একযোগে সেখানে চলে যাবো। সকল ইঁদুর যখন জানবে যে, নয়া দেশে কোন বিড়াল নেই তখন কিছুকালের ভেতরেই আমাদের মন থেকে জন্মগত ভয়ভীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন আর আমাদের সন্তানেরা ভীতু হয়ে গড়ে উঠবে না।

www.pathagar.com

মেহরাজ বললো ঃ এ চিন্তা ঠিক নয়। কেননা যেখানেই যাবে আসমান এক রঙেরই পাবে। যেখানে ইঁদুর যেতে পারবে সেখানে বিড়ালও যাবে। দুনিয়াতে যদি কোথাও উপদ্রবহীন স্থান থাকতো তাহলে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা সেখানেই যেতো। তুমি কী মনে করো বিড়ালেরা সেই দেশ খুঁজে পাবে না? এ ছাড়া পলায়ন বুদ্ধিহীনতারই প্রমাণ। সবখানেই সমস্যা আছে। তবে সব সমস্যারই সমাধান পাওয়া যায়। নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে এবং নিরাপদ জীবনযাপন করতে হবে। এটা আমাদের দেশ, আমাদের শহর। আমাদের ঘরবাড়ীতেই যদি জীবনযাপনের উপযুক্ত না হই তাহলে ভিন দেশেও বাস করার উপযুক্ত হবো না। নিজ দেশে যদি এক ব্যথা থাকে তাহলে পরদেশে শত ব্যথা দেখা দেবে। না প্রধানমন্ত্রী, তা হয় না। ভাবতে হবে। ভেবেচিন্তে উত্তম সমাধান বের করা চাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রী শোদামা বললো ঃ আপনার মতো মহান ও সত্যপন্থী রাজা পেয়ে আমরা চিরধন্য। সত্য-মিথ্যা ও বাস্তব-অবাস্তবকে তাৎক্ষণিকভাবে আপনি শনাক্ত করতে পারেন। আমিও প্রধানমন্ত্রী জোদামার অভিমত পছন্দ করিনি। পালিয়ে যাওয়ার জায়গাটা কোথায় শুনি? এটা কি সম্ভব যে নিজেদের ঘরবাড়ি ও শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া যাবে? এ ধরনের কথা প্রধানমন্ত্রীর ভীরুতারই প্রমাণ। অবশ্য যে ব্যক্তি চরখার আওয়াজে ভয় পায় এবং একে বিড়ালের আওয়াজ বলে মনে করে তার অবস্থাতো জানাই।

জোদামা ঃ বেশ ভাল কথা। আমি তো নির্দেশ দিয়ে বসিনি। আমরা এখানে পরামর্শ করছি এবং আমার মত চাওয়া হলে আমার নজরে যা এসেছে তাই বলেছি। কথা বলতে বলতেই তো উত্তম সমাধান পাওয়া যাবে।

শোদামা ঃ অধীনের মতে বিড়াল সমস্যার একটি সমাধান রয়েছে। এটি হচ্ছে, রাজা মহাশয় নির্দেশ দেবেন যাতে রাজ্যে যত ইঁদুর আছে সবাই একমত ও এক পথ হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর প্রত্যেকে একটি ঘন্টা ও একটি রশি যোগাড় করবে। এসব ঘন্টা ও রশি জমা হওয়ার পর একটি নির্ধারিত দিনে সবাই মিলে একযোগে রাজ্যে যত বিড়াল আছে সবার গলায় একটি করে ঘন্টা ঝুলিয়ে দেবে। এরপর আমাদের দুশ্চিন্তা দূর হবে। যখন বিড়াল নড়াচড়া করবে তখনই আমরা ঘন্টার আওয়াজ শুনে বিড়ালের আগমন টের পাবো। খবর পেয়ে আমরা যার যার নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে যাবো। যদি ঘন্টার আওয়াজ না আসে তবে ভয়ের কিছু থাকবে না।

দ্বিতীয় মন্ত্রীর এহেন উদ্ভট প্রস্তাব শুনে মেহরাজ ও অন্য দুই মন্ত্রী হাসিতে ফেটে পড়লো।

রাজা মেহরাজ বললো ঃ আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, এতো বুদ্ধিভরা মাথা থাকতে তুমি কেনো গাধা হলে না ! মন্ত্রী হয়ে কী করে তুমি এমন বোকার মতো কাঁচা ও বাজে প্রস্তাব রাখতে পারলে।

শোদামা ঃ ঘন্টায় আবার কি দোষ দেখতে পেলেন?

মেহরাজ ঃ ঘন্টার কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমারও কোন হুশ নেই। ঘন্টা বাঁধবে কে

www.pathagar.com

শুনি? বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোক কখনো বিলকুল অসম্ভব প্রস্তাব মুখে আনতে পারে না। তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখো। প্রথমতঃ আমাদের ঘন্টা বানানোর কোন কারখানা নেই। সমগ্র দূরাব রাজ্যে এতো ঘন্টাই বা পাবে কৈ? দ্বিতীয়তঃ যদি এতসব ঘন্টা পাওয়াও যায় তাহলে সেই ইঁদুর কোথায় যে গিয়ে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে? তুমি কি এ কাজ করতে পারবে? সবচে সাহসী ও মোটা তাজা যে ইঁদুর সেও মৃত্যুমুখে পতিত বিড়ালের গলাতেও ঘন্টা বাঁধার সাহস রাখে না। সেখানে অন্যদের কথাতো বাদই থাক। তৃতীয়তঃ মূলত এ ধরনের কথা প্রস্তাব না হয়ে কৌতুক হওয়ার উপযুক্ত।'

তৃতীয় মন্ত্রী কোদামা বললো ঃ না হয় দ্বিতীয় মন্ত্রীর প্রস্তাব সঠিক বলেই ধরে নিলাম। তার কথা মতো সকল রশি ও ঘন্টাও সংগ্রহ করা হলো এবং এও ধরে নিলাম যে দ্বিতীয় মন্ত্রী একটি সিংহের মতো সাহসী ও অন্যান্য ইঁদুর তার মতো সিংহ হৃদয় হয়ে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে এগিয়ে এলো। এভাবে শেষ পর্যন্ত সকল বিড়ালের গলায় না হয় ঘন্টাও ঝুলানো হলো। কিন্তু বিড়ালেরা যদি না নড়েচড়ে ও শব্দ না করে তাহলে আমরা কোথা থেকে জানবো যে, বিড়ালেরা আশাপাশে আছে কীনা?

এবারও সবাই হেসে উঠলো।

রাজা মেহরাজ বললো ঃ বুঝা যাচ্ছে যে, তৃতীয় মন্ত্রী কোদামা ইঁদুর না হয়ে যদি বিড়াল হতো তাহলো গলায় ঘন্টা বাধা সত্ত্বেও সকল বিড়ালের চেয়ে বেশী চালাক হতো এবং আমাদের ধরে ধরে নির্বংশ করতো।

শোদামা ঃ আমার মাথায় তো এরচে বেশী কিছু ধরছে না। ঠিক আছে, আমি চিন্তা করে যাচ্ছি। যদি ভালো বুদ্ধি আসে তবে তা নিবেদন করবো।

মেহরাজ এবার তৃতীয় মন্ত্রী কোদামাকে বললো ঃ বলো দেখি তোমার কী প্রস্তাব?

কোদামা বললো ঃ অধীনের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন । আমার কামনা হলো জাঁহাপনার মনে যদি কোন অভিনব চিন্তা এসে থাকে তাহলে বিড়াল সমস্যার সমাধানের জন্যে তা নির্দেশ আকারে বয়ান করুন। আমরা জানপ্রাণ বাজী রেখে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাবো। যখন ...।

মেহরাজ ঃ যা হোক, তোমার কথা বল শুনি।

কোদামা ঃ আমার বিশ্বাস এ সমস্যা এতো সহজে সমাধান হবে না। হয়তো বছরের পর বছর চিন্তা করতে হবে। এরপরও হয়তো কোন বাস্তব সমাধান পাওয়া যাবে না। আমার মতে বিড়ালকে ভয় পাওয়া এমন এক স্বভাব চরিত্র যা আল্লাহ্তায়ালা আমাদের

www.pathagar.com

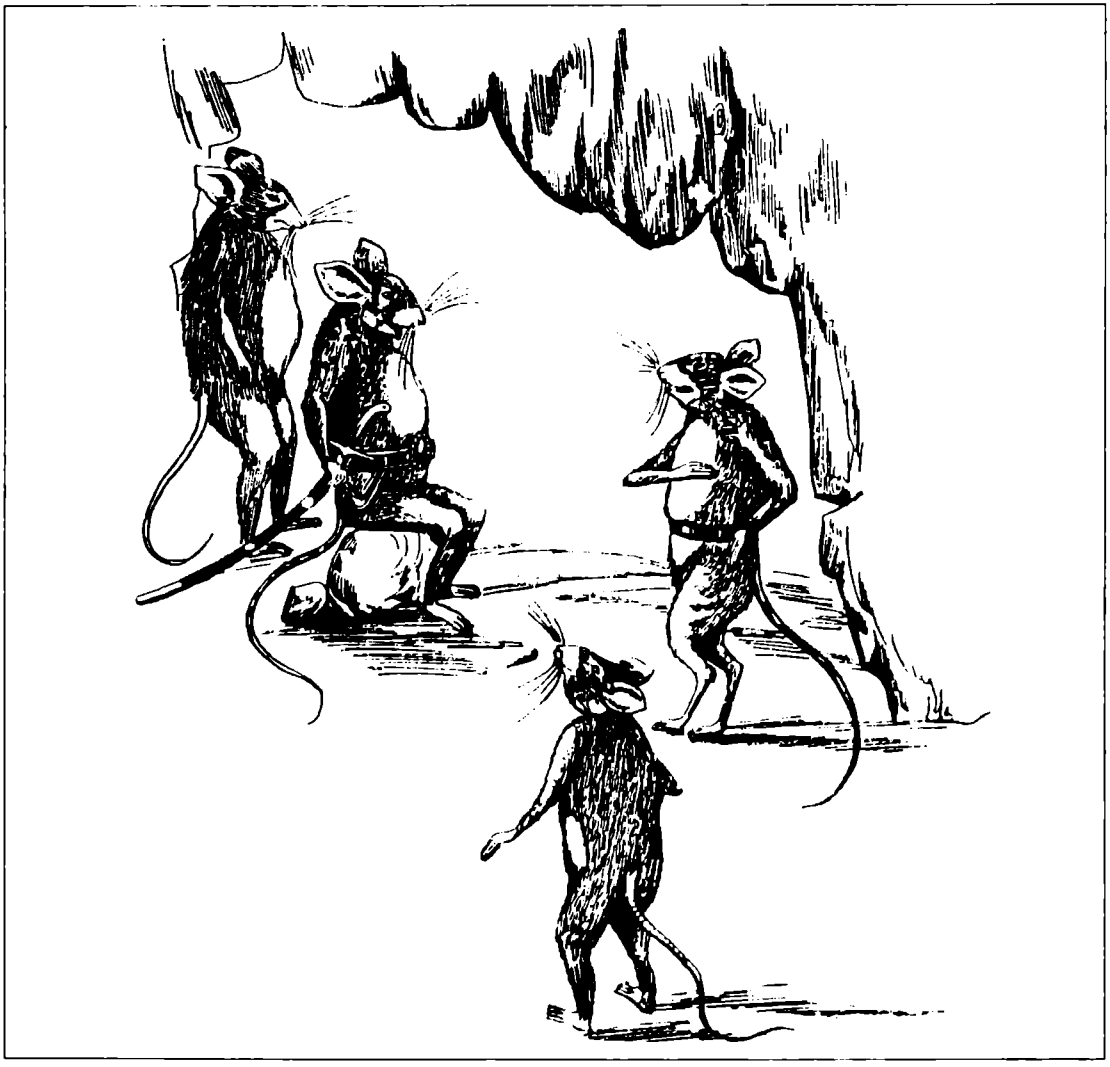

অন্তরে গেঁথে দিয়েছেন। বিড়াল যেমন কুকুরকে ভয় পায় তেমনি আমাদের মন থেকেও বিড়াল ভীতি দূর করা যাবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে লড়াই করা যায় না।

মেহরাজ ঃ আমরাও বিশ্বাস করি জন্তু-জানোয়ারদের স্বভাব চরিত্র বদলানো যায় না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ সব সময় সবকিছুর উপর বলবৎ থাকবে। কিন্তু সবকিছুকেই ভাগ্যের লিখন বলে ফেলে রাখা ঠিক নয়। সবারই উচিত চিন্তাভাবনা করা, অনুসন্ধান করা এবং যে কোন সমস্যার সমাধান বের করার চেষ্টা চালানো। মানুষেরা যেমন বহু

www.pathagar.com

চিন্তা-ভাবনা করে ইঁদুর মারার কল বের করেছে এবং আরও বহু আজব আজব চিজ বানিয়েছে যা আগে কখনো ছিল না তেমনি সব প্রাণীরই চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহতায়ালাও আসমানী কিতাবগুলোতে চিন্তা ভাবনা ও চেষ্টা করার জন্যে সবার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। আমরাও যদি চিন্তা করি ও চেষ্টা চালাই হয়তোবা বিড়াল সংকটের সমাধান পেয়ে যেতে পারি।

কোদামা ঃ 'চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আপনার মত যথাযথ। কিন্তু আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত কিভাবে বিড়াল থেকে দূরে থাকা যায়। এই যে বিড়ালভীতি তা-ও আমাদেরকে বিড়াল থেকে দূরে থাকারই ব্যবস্থা করে থাকে। বিড়ালের স্বভাব চরিত্র বদলাবে না। আমরা যদি বিড়ালকে ভয় না পাই তাহলে আরো বেশী করে বিড়ালের খপ্পরে পড়বো। এই নগণ্য বান্দার মতে, এমন কোন কাজ নেই যার মাধ্যমে মাটির উপর দিয়ে ইঁদুরের চলাচল বিপদ থাকবে না। একমাত্র যে কাজটি করতে পারি তাহলো যে কোন শব্দকে চেনার ব্যাপারে আমাদের খুব মনোযোগী ও সতর্ক হতে হবে। জোদামার মতো চরখার শব্দকে যেনো বিড়ালের শব্দ বলে মনে না করি। এ ছাড়া আমাদের চলাচলের রাস্তা পাতাল দিয়েই তৈরীর চেষ্টা করতে হবে। মাটির উপর দিয়ে না চলে মাটির নিচ দিয়ে বড় বড় সুড়ঙ্গ তৈরী করে সেখান দিয়ে চলতে হবে। মানুষেরা যেমন পাতাল রেল বানিয়েছে আমাদেরও তেমন কিছু উপায় বের করতে হবে। আমাদের সন্তানদেরও বিভিন্ন ফাঁদ ও যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে চলাচলের সময় বিপদে না পড়ে। আরেকটি প্রস্তাব হচ্ছে, যেসব বস্তু আমাদের কোন কাজে আসে না, যেমন টাকা-পয়সা, মুদ্রা, গয়নাগাটি ইত্যাদি আমাদের ঘরে এনে জমা করবো না। কেননা এসব জিনিসের কারণেই মানুষেরা আমাদের শত্রু হয়। এসব চিন্তা আমাদের করা উচিত। নইলে বিড়ালের গলায়ও ঘন্টা বাঁধা যাবে না। তার সাথে বন্ধুও হওয়া যাবে না। আমার আশংকা হচ্ছে এসব বেহুদা চেষ্টা তদবির আমাদের জন্যে আরো বাড়তি বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেই লেজহীন গাধার কিচ্ছার মত অবস্থা হয়তো হতে পারে যে লেজের সন্ধানে গিয়ে দুটো কানও হারালো।

মেহরাজ ঃ নেতিবাচক ও নৈরাশ্যজনক কথাবার্তা আমার পছন্দ না হলেও লেজহীন গাধার কাহিনী কখনো শুনিনি। বল দেখি সে আবার কী?

কোদামা ঃ সংক্ষেপে এই যে, এক ছিল গাধা। তার ছিল না লেজ। একদিন লেজ খুঁজে বের করার জন্যে বের হলো। অজান্তেই ঢুকে পড়লো এক শস্যক্ষেতে। চাষী এসে বাধা দিলো। দু'জনে মারামারি হলো। মারামারির পর দেখা গেলো গাঁধার গর্বের বিষয় দুটো

www.pathagar.com

কানই খোয়া গেছে। এ ব্যাপারে এক কবিও কবিতা লিখেছেন। আপনার অনুমতি নিয়ে আবৃত্তি করছি ঃ

"ছিল এক গাধা লেজহারা,
একদা লেজের দুঃখে হলো ঘর ছাড়া,
লেজের খোঁজে করে শুধু ঘুরা আর ফেরা,
লেজের জন্যে দোয়া করে, হারান এই বেচারা,
নিয়মিত গজায় সব কেবল লেজ ছাড়া,
এক সময় যখন দুঃখ দিলো ভীষণ চাড়া
অজান্তেই নষ্ট করলো চাষীর শস্যচারা
চাষী দৌড়ে এসে শুরু করে লাঠি মারা
গাধা জিদের বশে করলো শুধু পা নাড়াচাড়া
চরম ক্ষতি দেখে চাষীর চক্ষু ছানাবড়া,
চাষীর চিৎকারে জমা হলো চারপাশের চাষারা

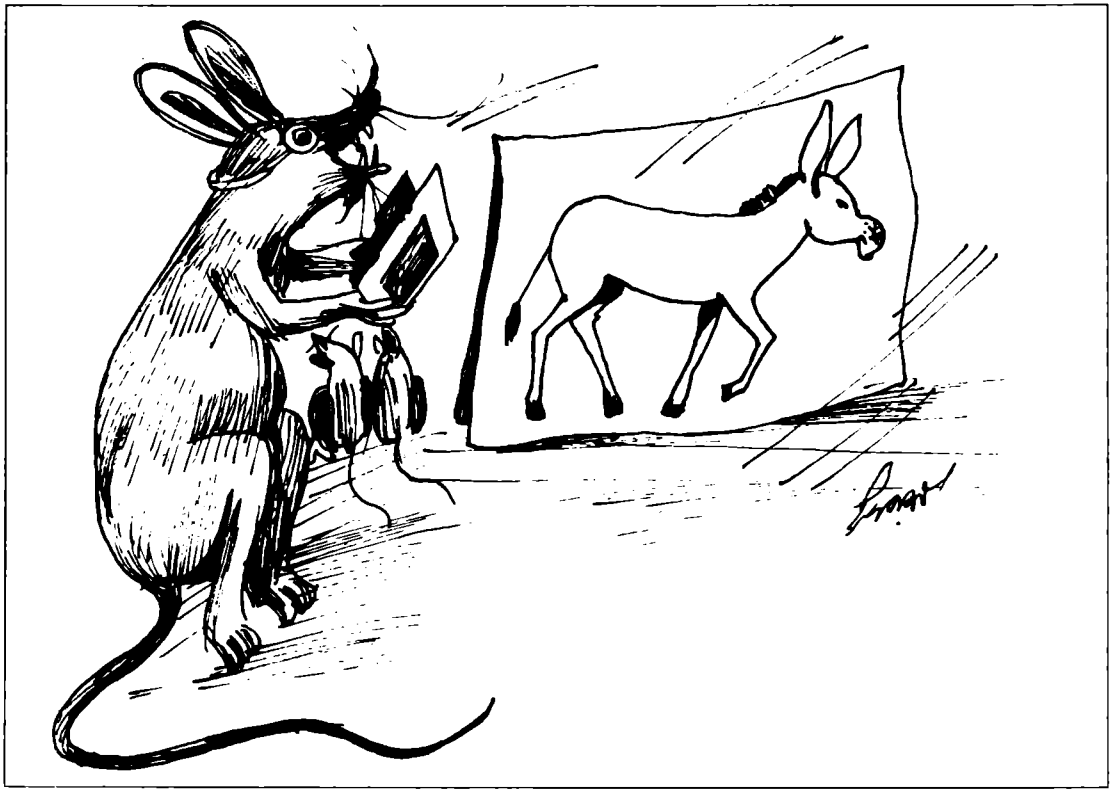

www.pathagar.com

ছুটাছুটি আর দৌড়াদৌড়িতে ধুলামাটি একসারা
এমন মার লাগালো সব বেটারা
ধুলায় বুঝা যায়নি ভেঙ্গেছে শিরদাড়া– না গেলো কান খাড়া,
প্রাণের ভয়ে অবশেষে গাধা হলো মাঠ ছাড়া
জোশ কমতেই দেখে হাতিল্লে বেচারা
লেজের তালাশে গিয়ে হলো খাড়া দু'কান হারা।"

মেহরাজ ঃ গল্পটা মন্দ নয়। তোমার অভিমতও বুঝলাম। তবে আমার বিশ্বাস, এরপরও যে কোন সমস্যার সমাধান রয়েছে। যে কোন ব্যথারই ওষুধ আছে। যে কোন মামলারই ফয়সালা আছে। কখনো এ রকম বলা ঠিক নয় যে, আল্লাহর ইচ্ছেতেই সব হচ্ছে, বিড়ালকে ভয় করাও আল্লাহর ইচ্ছা। যদি আমরা এই চার জনের সমাধান বের করতে না পারি তাহলে অন্যদের সাথেও পরামর্শ করা আবশ্যক। সবার চিন্তা-ভাবনা যখন একত্রিত করা হবে তখন এক সময় দেখতে পাবে যে, যাকে আমরা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করছি তেমন কারো মাথায়ও এমন চিন্তা রয়েছে যা আমাদের মাথায় আসেনি। আমরা এখানে বসে বসে নিজেদেরকে সকল ইঁদুরের চেয়ে জ্ঞানী বলে ভাবছি। কিন্তু আমরাতো সবাইকে পরীক্ষা করে দেখিনি। হয়তো সর্বসাধারণের মাঝে আরো জ্ঞানী শতাধিক ইঁদুর পাওয়া যাবে।

কোদামা বললো ঃ আপনার অভিমত যথাযথ।

মেহরাজ শোদামাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কি হে, তোমার মাথায় এখনো কোন নয়া চিন্তা আসেনি?

শোদামা ঃ নিশ্চয়ই এসেছে। একটি চিন্তা এসেছে, তবে তাও ঘন্টার মতোই। ভাবছি বলবো কিনা।

মেহরাজ ঃ বলো বলো। বলতে আপত্তি নেই। আমি সব সময় মতামত শুনার পক্ষপাতী। যদি কেউই কোন কালে কিছুই না বলে তাহলে কখনো নয়া পথ ও উপায় বের হতো না। হয়তোবা একশো কথার মাঝে একটি কথায় সমাধান বের হয়ে যেতে পারে।

শোদামা ঃ কেমন হয় একদিন যদি সকল ইঁদুর ও সকল বিড়ালকে এক জায়গায় সেমিনারে দাওয়াত করি? যখন বিড়ালেরা সমবেত হবে তখন একযোগে আমরা সাঁড়াশী হামলা চালাবো ওদের উপর। আচমকা হামলায় ওরা আমাদের হাতে বিনাশ হয়ে যাবে।

মেহরাজ ঃ এটাও আগেরটার মতই হলো। বিড়ালের সাথে লড়াই আমাদের কাজ নয়। আমরা যদি বিড়ালদের সাথে লড়তেই পারতাম তাহলে হাজার বছর আগেই ইঁদুরেরা

www.pathagar.com

বিড়ালদের কুচি কুচি করে খেয়ে ফেলতো। আমরা কোন জোরে বিড়ালের সাথে লড়বো? ইঁদুর বিড়ালের সাথে লড়তে পারলে তো সমস্যাই ছিল না। এ ছাড়া বল প্রয়োগে কিছুই সমাধান হয় না। বল প্রয়োগ সমাধানের উপায় নয়। অবশ্যই বুদ্ধি খাটিয়ে যুক্তিসঙ্গত উপায় বের করতে হবে।

এবার প্রধানমন্ত্রী জোদামা মুখ খুলে বললো ঃ যদি অনুমতি দিন তাহলে একটি নয়া প্রস্তাব পেশ করতে পারি।

মেহরাজ ঃ বলো, প্রধানমন্ত্রী আমার! বলো তোমার নয়া প্রস্তাব। সব কথাগুলো না শুনা পর্যন্ত আমরা সঠিক কোন রাস্তা বের করতে পারবো না। ভাল চিন্তা মুক্তার মতো যা দরিয়া থেকে আনা হয়। কিন্তু কেউ জানে না যে কে বড় মুক্তাটি দরিয়া থেকে বের করে আনতে পারবে। তাই সবাই চেষ্টা চালিয়ে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী জোদামা ঃ "অধীন মনে করে..."

মেহরাজ ঃ অনুগ্রহ করে এখন থেকে তুমি আর বেহুদা 'অধীন', 'বান্দা' এসব কথা মুখে আনবে না। এসব বেহুদা পরিভাষা আমাদের কোন গিঁটই খুলতে পারবে না। আরে ভাই তুমিও তো একজন জীবিত ইঁদুর, অন্যদের মতই কথা বলছো। পরিষ্কার করে বল, 'আমি' মনে করি, 'আমার' মতে ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রী ঃ জ্বী হা, 'অধীন', মাফ করবেন! আমি মনে করি, মানুষের ঘরবাড়িতে বিড়ালদের যে ইজ্জত-সম্মান তা এ জন্যে যে, এরা ঘরবাড়িতে থেকে ইঁদুর ধরে ও মারে। যদি কোন ঘরে ইঁদুর না থাকে তাহলে বিড়ালের কোন মান-মর্যাদাই থাকবে না। এ মূল নীতির ভিত্তিতে অধীন মনে করে অর্থাৎ আমি মনে করি, একদিন আমরা সব ইঁদুরকে দাওয়াত করে এক সাথে শহর থেকে বের হয়ে যাবো বাইরে। মরুভূমির কোথাও গিয়ে গর্ত বানিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করবো। এভাবে এক বছর পর্যন্ত কাটিয়ে দেবো। কয়েক মাসের ভেতরই জনগণ দেখতে পাবে যে, ইঁদুরের উৎপাত আর নেই। বিড়ালেরা তখন রান্নাঘর ও খাওয়ার টেবিল থেকে চুরি-ডাকাতি ছাড়া আর কোন উপায় পাবে না। লোকজন এতে বিড়াল রাখার প্রয়োজন মনে না করে ঝাঁটাপেটা করে ঘরবাড়ি থেকে তাড়া করবে। বিড়ালেরা কেউ কেউ মারা পড়বে আর বাকিরা আশ্রয় নেবে বনে-জঙ্গলে। এরপর কিছুকালের মাঝেই এরা বন্য হয়ে যাবে এবং কখনো লোকালয়ে ফিরে যাবে না। শহর তখন বিড়ালমুক্ত হবে তখন আমরা ফিরে আসবো যার যার ঘরবাড়িতে এবং এভাবে বিড়ালের অনিষ্টতা থেকে রেহাই পাবো।

শোদামা ঃ দেখো দেখো, প্রধানমন্ত্রীর আক্কেল দেখো! সে সব সময় মাঠ-ময়দান, মরু-বিয়াবান ও বিদেশ-বিভূঁইয়ে পালানোর কথাই বলে!

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী ঃ তুমিও তো সব সময় ঘন্টা বাঁধা ও লড়াই করার মতো উদ্ভট কথাবার্তা বলে থাকো!

মেহরাজ ঃ হয়েছে হয়েছে। থামো। প্রত্যেকের কথাবার্তাই বিশেষ মূলে গিয়ে পৌঁছে। এর জন্য দায়ী প্রত্যেকের চিন্তা-ভাবনার ধরন ও শিক্ষা-দীক্ষা। যেমন তৃতীয় মন্ত্রী কোদামা সব সময়ই নেতিবাচক ও হতাশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলে। যাক, এতে কারোই দোষ নেই। যে যা বুঝে তাই বলা উচিত যাতে সত্য বেরিয়ে আসে। প্রধানমন্ত্রীর নয়া প্রস্তাবও সঠিক নয়। আমরা যদি এক বছর মরুভূমিতে কাটিয়ে দেই তাহলে সেখানেই খানাপিনার অভাবে মারা যাবো। এ ছাড়া ওখানেও সাপ আছে, সজারু আছে, হিংস্র পাখীরা আছে এবং ইঁদুরখোর বহু প্রাণী রয়েছে যারা আমাদের বাগে পেয়ে বসবে। বিড়ালেরাও এ সময়ের ভেতর শেষ হয়ে যাবে না। এ ছাড়া আমরা যখন ফিরে আসবো ওরাও তখন প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠবে ও ফিরে আসবে। কি করে তুমি বুঝলে যে পুনরায় ফিরে আসবে অথচ বিড়াল বুঝবে না? বিড়ালেরা কি এতোই হাবাগোবা হয়ে গেছে?

তবে হ্যাঁ, এসব কথাবার্তা আমাকে একটি নয়া চিন্তায় ফেলেছে। আমার ধারণা, আমরা হয়তো সমাধানের নিকটবর্তী হচ্ছি।

মন্ত্রীরা বললো ঃ দয়া করে আপনার অভিমত দান করুন। আপনি সবার চেয়ে বেশী জানেন। যিনি সবার কথায় দোষত্রুটি খুঁজে পান নিশ্চয়ই তার কথা দোষ-ত্রুটিমুক্ত। সব সময় বুযুর্গদের কথাই সবচে বড় হয়।

মেহরাজ ঃ ঠিক বলেছো। তবে কেউ যদি সত্যই বড় হয় তবে তার কথাও বড় হয়। কিন্তু সবকালেই সমালোচকরা ভাল প্রস্তাব দিতে পারে না। হয়তো বা তাদের মাথায় ভাল চিন্তা থাকতে পারে। সে যাই হোক, আমি যা জানি তা হচ্ছে এটা যে, আমি ইঁদুরের কল্যাণ চাই। যতক্ষণ না নিশ্চিত হবো যে, আমার চিন্তা সঠিক ও নির্দোষ ততক্ষণ পর্যন্ত তা জোর করে কার্যকর করবো না। এই যে পরামর্শ তাও উত্তম পথ পাওয়ার জন্যেই।

মন্ত্রীরা বললো ঃ জ্বী, সত্য কথাই বলেছেন।

মেহরাজ ঃ আমি প্রধানমন্ত্রীর একটি কথাকে মনোযোগ দিয়ে ভেবেছি। সে বলেছে, ইঁদুর তাড়ানোর জন্যে না হলে বিড়ালের কোন মান ইজ্জতই থাকতো না।

জোদামা ঃ বললাম না!?

শোদামা ও কোদামা বললো ঃ এতো বড়াই করো না। শান্ত হয়ে শুনো রাজা মহাশয় কী বলেন।

www.pathagar.com

মেহরাজ ঃ হ্যাঁ, তার কথাটি বেশ মূল্যবান ছিল। এর ভেতরই সমাধানের চাবি নিহিত রয়েছে। আমিও এ কথাই বলি। শহরের বাড়িঘরে বিড়ালের যে আদর কদর তা এ জন্যে যে, ওরা মানুষের খেদমত করে, ইঁদুর ধরে মারে। নইলে যে পশু শুধু শুধু খায় ও কোন ফায়দা দেয় না তাকে কেউ পছন্দ করে না।

গরুর যদি দুধ ও গোশত না থাকতো, দুম্বার যদি পশম, দুধ ও গোশত না হতো এবং মুরগীর যদি ডিম ও গোশত না হতো তাহলে কেউ ওদের পুষতো না। তেমন কেউ তো ইঁদুর পালে না কিন্তু পরীক্ষাগারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে শত শত ইঁদুর পোষা হয়। কেননা ওদের দিয়ে ফায়দা হাসিল হয়।

মন্ত্রীরা বললো ঃ সত্য কথাই বলেছেন। যে কারো ইজ্জত-সম্মান ততটুকুনই রয়েছে যতটুকুন ফায়দা সে অন্যদের দিতে পারবে।

মেহরাজ ঃ সুতরাং আমরা যদি মানুষদের বুঝাতে পারি যে, বিড়াল পোষাতে ইঁদুরের কমবেশী হওয়ার উপর কোনই প্রভাব ফেলে না তখন মানুষেরাই বিড়ালদের শহর থেকে তাড়াবে।

কোদামা ঃ আমরাতো এ কথাটা মানুষকে প্রমাণ করতে পারবো না!

মেহরাজ ঃ সিদ্ধান্তে ফের ঝাঁপ দিলে! আবারো নেতিবাচক কথা পাড়লে! ধৈর্য ধরে শুনলে না যে, কী বলতে যাচ্ছি!

কোদামা ঃ ক্ষমা করবেন। আপনার কথাই ঠিক।

মেহরাজ ঃ ভুলে গেলোম কী বলতে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে, বিড়াল পোষায় মানুষের কোন ফায়দা নেই তখন মানুষ নিজেরাই বাড়িঘর থেকে বিড়াল বের করে দেবে। এ বিষয়টি প্রমাণের জন্যেও চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা মাফিক এগুতে হবে।

কোদামা ঃ কিন্তু আমাদের চিন্তা ... যাক, বাদ দিন।

মেহরাজ ঃ আস্তাগফিরুল্লাহ! তৃতীয় মন্ত্রীর অভ্যাস সহজে যাবে না। যাক, আমার চিন্তায় যা এসেছে তাহলো, আমরা একদিন ইঁদুরদের সাধারণ জনসভা ডাকবো এবং সেখানে নির্দেশ দেবো যে, প্রত্যেক ইঁদুরকে তার ঘরে বিরাট এক গর্ত খুঁড়তে হবে যেখানে কমপক্ষে একশো ইঁদুরের জায়গা হয়। এ গর্তের থাকবে সাতটি করে দরজা। এক দরজা ওঠোনে, এক দরজা গুদামে, একটি রান্নাঘরে, একটি শোবার ঘরে, একটি লাইব্রেরীতে, একটি বৈঠক খানায় এবং একটি বাড়ীর পেছনে ছড়িয়ে থাকবে। প্রত্যেকের বাড়িতে যখন এ ধরনের দরজাবিশিষ্ট গর্ত তৈরী হয়ে যাবে তখন সেখানে একশো ইঁদুরের

www.pathagar.com

জন্যে বিশ-পঁচিশ দিনের খাবার যোগাড় করে রাখতে হবে। কর্মসূচী মোতাবেক একেকদিন একেক বাড়ীতে একশো ইঁদুর জমা হবে এবং বিশটি ইঁদুর শোবার ঘরে একযোগে হামলা করবে। যত কাপড়চোপড়, কার্পেট, কাঁথা-বালিশ, লেপতোষক রয়েছে সব কেটেকুটে ছারখার করবে। বাড়ির মালিক যখন দেখবে এক বিড়ালে কাজ হচ্ছে না তখন আরেকটি বিড়াল আনবে। কিন্তু পরদিন তিরিশ-চল্লিশ জন ইঁদুর গিয়ে গুদামে ও রান্নাঘরে হামলা চালাবে এবং যা কিছু বস্তাবন্দী পাবে সবই ছিঁড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে। এতে যদি এক দুটা ইঁদুর মারাও যায় তাতে কিছু আসে যাবে না। তখন বাড়ির মালিক দেখবে যে দুটো বিড়ালে কাজ হচ্ছে না। তাই তিনটি বিড়াল কাজে লাগাবে। এর পরদিন পঞ্চাশ-ষাটটি ইঁদুর এক সাথে হামলা করবে লাইব্রেরী রুমে। তবে সাবধান থাকবে যাতে *মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান রচিত ও অনুদিত বইপত্র* নষ্ট না হয়। কেননা এসব বইয়ের বেশীরভাগ ছোটদের জন্যে লেখা। ছোট ছেলেমেয়েদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু বাকি বইপত্র কেটে কুচি কুচি করতে হবে। তখন বাড়ীর মালিক আরো কয়টা বিড়াল নিয়োগ করবে। পরের দিন একশো ইঁদুর মিলে হামলা চালাবে সর্বত্র। এতে করে মালিক ক্লান্ত হয়ে পড়বে। সে ভাববে যে, যতই বিড়াল বাড়ছে তার কয়েকগুণ বাড়ছে ইঁদুর। বিড়াল ইঁদুর তাড়াতে পারছে না। অন্যদিকে বিড়ালের খোরাক দিতে হচ্ছে। বিড়ালেরা চুরি ডাকাতিও শুরু করে দিয়েছে। নিজেরা রাতবিরাতে ঝগড়া ফ্যাসাদ লাগিয়ে দিচ্ছে নিজেদের মাঝে। ওদের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কখনোবা কামড়াচ্ছে বা নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে। তখন বিরক্ত হয়ে বিড়ালদের তাড়া করবে। কেননা বিড়াল দিয়ে কোন উপকারতো হচ্ছেই না বরং ইঁদুরের উৎপাত বেশীহারে বেড়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য ক্ষতি হচ্ছে। মালিক ভাববে ইঁদুরের সাথে না পারলেও বিড়ালের সাথেতো পারবো। এভাবে বিড়ালেরা বাড়ীছাড়া হলে ইঁদুরদের প্রতি নির্দেশ দেবো অতি সত্বর ঐ বাড়ি ত্যাগ করো এবং অন্য বাড়ীতে যাও আর একই বালামুছিবত সৃষ্টি কর। এ রকমে দ্বিতীয় বাড়ীর মালিকও বিষয়টি টের পেয়ে বিড়াল তাড়াবে। তখন দ্বিতীয় বাড়ী খালি করারও নির্দেশ দেবো। এরপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বাড়ীর পালা।

ধীরে ধীরে মানুষেরা বুঝতে পারবে এবং একে অপরকে খবর দেবে যে, আমাদের বাড়ীতে যদ্দিন বিড়াল ছিল তদ্দিন ইঁদুরের সংখ্যা ও উৎপাত অত্যধিক ছিল। কিন্তু যেই বিড়ালদের বের করে দিলাম অমনি ইঁদুরের উৎপাতও শেষ হয়ে গেলো।

আমরা যদি এ কর্মসূচী কিছুকাল অব্যাহত রাখি তাহলে রাজ্যের মানুষজন ব্যাপার কি বুঝতে পারবে এবং নিজেরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, বিড়াল যত কম হবে ততই মঙ্গলজনক। এভাবে সব বিড়ালকেই একদিন শহর ও রাজ্য ছাড়া করবে। তখন আমাদের

www.pathagar.com

খুব সাবধান হতে হবে। কিছুকাল কোন অত্যাচার উৎপীড়ন করবো না। মজুদ খাদ্য খোরাক খেয়েই দিন কাটাবো যাতে মানুষ স্থির ধারণা করে বসে যে, যত অশান্তির মূলে ছিলো বিড়াল। আমার ধারণা, এরপর মানুষেরা রাজ্যে একটি বিড়ালকেও স্থান দেবে না। আর আমরাও এভাবে বিড়ালের অনিষ্টতা থেকে নাজাত পাবো ও বিড়ালভীতি থেকে চিরতরে মুক্ত হবো।

মন্ত্রীরা রাজার এ পরিকল্পনা শুনে হোররা হোররা বলে অভিনন্দন জানালো এবং বললোঃ মহারাজ মেহরাজের জয় হোক। আল্লাহতায়ালা আপনার হায়াত দারাজ করুন, আপনার মানসম্মান ও শানশওকত বাড়িয়ে দিন। কী সুন্দর চিন্তা, কী অপূর্ব পরিকল্পনা!

প্রধানমন্ত্রী মোজামা বললো ঃ আমি এখন বুঝতে পারলাম যে, কেউ যদি সঠিক চিন্তা করে তাহলে যে কোন সমস্যার সমাধান বের করতে পারে।

শোদামা বললো ঃ আমিও বুঝতে পারলাম যে, চিন্তার ক্ষমতা দৈহিক জোরের চেয়ে অনেক বেশী।

জোদামা বললো ঃ আমিও বুঝতে পারছি যে, সব সমস্যারই সমাধান আছে। এ কথা বলা ঠিক নয় যে, হবে না, অসম্ভব।

এরপর তিনমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলো রাজা মেহরাজের নির্দেশ কার্যকরি করা হবে। তারা সকল ইঁদুরকে দাওয়াত করলো। রাজার নির্দেশ দেয়া হলে সবাই কাজে লেগে গেলো।

সব প্রস্তুতি শেষে যখন আসল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলো তখন মানুষেরা সকল বিড়ালকে দেশছাড়া করলো। বিড়ালেরা এতই বদনাম করলো যে, কোনদিন যদি কোনও একটি ইঁদুর কোন বাড়ীতে কোনকিছু ক্ষতি করতো তখন বাড়ির মালিক বলতো ঃ 'নিশ্চয়ই এখানে চুরি করে কোন বিড়াল এসেছিল! কেননা ইঁদুরের উৎপাতের জন্য বিড়ালই দায়ী!!'

www.pathagar.com

কবুতর ও আবু তিমার

আবু তিমার একটি বকের নাম। বকটি ছিল খুব সাবধানী ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের। তবে সে ছিল ধর্মপরায়ণ বক। তাই বলে বকধার্মিক নয়। সত্যিই ধার্মিক। সে কয়েকদিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাটিয়ে দিতো। একেবারে দুর্বল না হয়ে পড়লে খেতো না, পানি পান করতো না ও মাছ ধরতো না। একান্ত প্রয়োজন হলে সামান্য দু'ফোটা পানি পান করতো এবং ছোট্ট একটি মাছ ধরে খেতো।

অন্যান্য পশুপাখী আবু তিমারের এ স্বভাবটা জানতো। তারা মাঝে মাঝে এসে বলতোঃ 'আবু তিমার! কেনো খানাপিনা বন্ধ করে দিলে? শরীরটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে!'

আবু তিমার বলতো ঃ 'জনসাধারণের চিন্তায় আমি খেতে পারি না। আমি যদি পানি বেশী খাই ও প্রতিদিন মাছ ধরি তাহলে যে নদীর পানি ফুরিয়ে যাবে ও মাছের প্রজন্ম লোপ পাবে। তখনতো অন্যরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় থাকবে।'

পাখীরা বলতো ঃ ভয়ের কোন কারণ নেই। শেষ হবে না। নদীভর্তি পানি আছে এবং দরিয়ায় মাছের অভাব নেই।

আবু তিমার বলতো ঃ না প্রিয়জনেরা! না বন্ধুরা! সব কিছুরই চিন্তা করা উচিত। মাছবিহীন নদীনালাগুলোর কথা চিন্তা করো। কেনো সেখানে মাছ নেই? কারণ মাছগুলোকে খেয়ে উজাড় করে ফেলেছে। বড় বড় শুকনো নদীগুলোর দিকে তাকাও। পদ্মার মতো নদীতে এখন কেনো পানি নেই? কেনো শুকিয়ে গেছে? এ কারণে যে, পানি তুলে নিয়ে গেছে। পানি ধরে রেখেছে উজানে। অযথা পান করছে ও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে। আমি মনে করি আমি এসব পানি ও মাছের জিম্মাদার। আমি চাই না যে সব কিছু শেষ হয়ে যাক। আমি চাই সবকিছু থাকুক যাতে আমার পরেও অন্যরা তা ব্যবহার করতে পারে, বেঁচে থাকতে পারে। আমি কল্যাণকামী পাখী। আমি কল্যাণ কিসে তা বুঝি ও চিনি। কল্যাণ এতেই নিহিত রয়েছে যে, সবাই সবকিছুকে ভেবেচিন্তে কাজে লাগাবে। মিতব্যয়ী হবে, পরিণাম চিন্তা করবে এবং অন্যদের সুখ-সুবিধার কথা ভাববে।

পাখীরা তখন বলতো ঃ মাশাআল্লাহ। কী সুন্দর আর্দশ ও চিন্তাদর্শন তোমার! একেবারে সুফী দরবেশদের মতো। পাখীরা সবাই আবু তিমারের খেতাব দিলো 'জনদরদী' বলে।

অনেক পাখীই মনে করতো আবু তিমার সত্যি 'জনদরদী' ও গরীবের বন্ধু। তাঁর

www.pathagar.com

কল্যাণ চিন্তা সবারই জানা ছিল। এ কারণে পাখীরা আবু তিমারের কাছে আসা-যাওয়া করতো এবং বিভিন্ন কাজ ও সমস্যায় তার সাথে পরামর্শ করতো ও তার মতামত নিয়ে চলতো। আবু তিমারও তার অপূর্ণ বুদ্ধি বিবেচনা মোতাবেক পরামর্শ দিতে কৃপণতা করতো না। প্রায়ই তার এসব বুদ্ধি পরামর্শ পাখীদের জন্যে ফায়দা দিতো।

ধীরে ধীরে আবু তিমার নিজেও ধারণা করে বসলো যে, সে অন্য সবার চেয়ে ভাল বোঝে এবং অন্য সবার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। তাই সে যখনি কোথাও যেতো তখন চলার পথে পাখীদের দেখলেই কুশলাদি জিজ্ঞেস করতো এবং প্রশ্ন করতো যে, 'কী তোমাদের কোন কাজ আছে নাকি? কোন সমস্যা সংকট রয়েছে কী যার সমাধান করতে হবে? কোন মছলা মাছায়েল জানার প্রয়োজন থাকলে বলো। আমি আবু তিমার। আমি সেই জনদরদী যার নাম ডাক তোমরা শুনেছো। আমার কখনো কোন ভুলত্রুটি হয় না।'

এভাবে আবু তিমারের দিনকাল কেটে যেতে লাগলো। একবার এক কবুতর এক আজব বিপদে পড়লো। কবুতরটির বাসা ছিলো একটি বড় গাছের খোপে। তার ছিলো বেশ কয়েকটি শিশু সন্তান। এরা তখনো উড়তে শিখেনি।

এ জঙ্গলেই ছিলো একটি শিয়াল। শিয়াল কবুতরের বাচ্চাদের খবর জানতো। কিন্তু সে গাছে উঠতে পারতো না। তাই সে ভাবলো কবুতরকে ভয় দেখিয়ে একেক করে বাচ্চাদের হাত করতে হবে।

একদিন সে গাছের নিচে এস কবুতরের উদ্দেশ্যে হাঁকডাক শুরু করলো এবং বললো ঃ এ গাছ আমার, তুই কেনো অনুমতি না নিয়ে এখানে বাসা বাঁধলি?

কবুতর বললো ঃ আমি জানতাম না যে, এ গাছ তোমার। এখন আমার বাচ্চারা খুব ছোট। উড়তে পারছে না। ক'দিন পর এরা বড় হলে এখান থেকে চলে যাবো।

শিয়াল ঃ না, মোটেও না। এখুনি গাছ খালি করে চলে যাও।

কবুতর বললো ঃ আমি কোথায় যাবো এ বাচ্চাদের নিয়ে? আশপাশে কোন সুবিধাজনক জায়গা নেই যে, বাচ্চাদের রাখতে পারবো। ওরাও এখন যেতে পারবে না।

শিয়াল ঃ আমি এসব বুঝিসুঝি না। হয় গাছ ছাড়, নইলে উপরে উঠে তোমার বাচ্চাদের সব খেয়ে ফেলবো।

কবুতর ভয় পেয়ে গেলো এবং বললো ঃ আমাকে ক'টা দিন সময় দাও।

শিয়াল ঃ তোমার একটি বাচ্চা যদি আমার কাছে বন্ধক রাখো তাহলে একদিনের সুযোগ দেবো।

কবুতর নাচার হয়ে একটি বাচ্চাকে শিয়ালের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে বললো ঃ ওকে

www.pathagar.com

সাবধানে রেখো যেনো কষ্ট না পায়।

শিয়াল বললো ঃ যদি আগামীকালের ভেতর যাও তাহলে বাচ্চা ঠিক মতো পাবে। নাহলে বাচ্চার মুখ দেখবে না।

শিয়াল কবুতরের বাচ্চা নিয়ে গেলো তার বাসায় এবং সেখানে ওকে খেয়ে ফেললো। পরদিন সকালে এসে আবার ভয়ঙ্কর শোরগোল বাধিয়ে দিলো।

কবুতর আওয়াজ শুনে নিচের দিকে তাকাতেই দেখে শিয়াল। কবুতর বললো ঃ আমরা চলে যাওয়ার চিন্তায় আছি। তবে এখনো কোন স্থান খুঁজে পাইনি। আমাকে আরো একটি দিন ফুরসত দাও।

শিয়াল বললো ঃ একটি বাচ্চা আমার কাছে জামানত রাখো তবেই একদিনের ফুরসত দেবো। নইলে উপরে এসে সবগুলোকে খেয়ে ফেলবো। কবুতর আরেকটি বাচ্চা দিলো। শিয়াল বাচ্চা নিয়ে চলে গেলো এবং পথেই ওকে খেয়ে ফেললো।

সেদিন দুপুরেই আবু তিমার যাচ্ছিল ওপথ দিয়ে। কিছুক্ষণের জন্যে গাছের ডালে এসে বসলো এবং দেখতে পেলো কবুতর অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিষণ্ন মনে বসে বসে কী যেন ভাবছে। আবু তিমার কবুতরের ভালমন্দ জিজ্ঞেস করে বললো ঃ তোমাকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছে। তোমার কী কোন সমস্যা আছে যা দূর করতে পারি? কোন প্রশ্ন আছে কী যার জবাব দিয়ে যেতে পারি?

কবুতর বললো ঃ আমি বিরাট মুশকিলে পড়েছি। ঝোপঝাড় থেকে এক শিয়াল এসে প্রতিদিন আমার একটি করে বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে এবং একদিন করে সময় দিয়ে যাচ্ছে। সে আমাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে যদি এখান থেকে না যাই তাহলে আমার সব বাচ্চাকেই খেয়ে ফেলবে। আমি তো বাচ্চারা উড়তে না পারা পর্যন্ত এখান থেকে ওদের কোথাও নিয়ে যেতে পারছি না। জানি না কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করবো।

আবু তিমার বললো ঃ হায়! এ কথাটা আমাকে আগে কেনো বললে না। আমি আবু তিমার, জনদরদী, গরীবের বন্ধু। সবার কল্যাণ চিন্তা ও কল্যাণ বের করা আমার কাজ। আমি যে কোন সমস্যারই সমাধান জানি। কখনো আমি ভুল করি না। তোমার এ মুশকিলের আসান আছে। আমি এই যাচ্ছি, এখুনি চলে আসবো। তুমি কোন চিন্তা করো না। ফিরে এসে বলবো কী করতে হবে।

আবু তিমার উড়ে গেলো নদীতে এবং একটি ছোট মাছ ধরে এর পেট ছিদ্র করলো। এরপর মাছের পেটে ঢুকিয়ে দিলো সাপের বিষ। তারপর মাছ নিয়ে উড়ে এলো কবুতরের কাছে এবং বললো ঃ 'মনোযোগ দিয়ে শোনো কী বলছি। প্রথমতঃ শিয়াল তোমাকে

www.pathagar.com

অনর্থক ভয় দেখাচ্ছে। সে গাছে উঠতে পারবে না।

সে যা কিছু বলেছে সবই মিথ্যা আস্ফালন। সে এ হুমকির মাধ্যমে তোমার কাছ থেকে বাচ্চা ছিনতাই করতে চাচ্ছে। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন শিয়ালের এলাজ করা খুবই আসান কাজ। তুমি এ মাছটা রেখে দাও। এ মাছের পেট সাপের বিষে ভরা। কাল যখন শিয়াল আসবে এবং শোরগোল বাধাবে তখন ওকে বলো ঃ আমি এখান থেকে যাবো না। গাছ আমারই। যা ইচ্ছে কর গিয়ে। তখন দেখবে শিয়াল মোটেও গাছে উঠতে পারবে না। সে নিরাশ হয়ে চলে যাবে। আর যদি দেখো সত্যি সত্যি সে গাছে উঠে

www.pathagar.com

আসছে তখন বলবে ঃ না, থামো। আমি তো শুধু ঠাট্টা করছিলাম। আমাকে আরো একটা দিন সুযোগ দাও। অতঃপর শিয়াল যদি বন্ধক চায় তখন বাচ্চার বদলে এ মাছটি দিয়ে দেবে। শিয়াল কখনো মাছ দেখেনি। তাই সে বুঝতে পারবে না যে এটা কী। জিজ্ঞেস করলে তাকে বলবে, শিয়ালের হাঁকডাকের ভয় ও ত্রাসে বাচ্চা শুকিয়ে এ রকম হয়ে গেছে। শিয়াল তখন বিষাক্ত মাছ খেয়ে মারা যাবে। দুষ্কৃতির উচিত শাস্তি এটাই। যদি মারা না যায়, তাহলে আমি প্রতিদিন এরূপ বিষাক্ত একটা করে মাছ নিয়ে আসবো। এভাবে শিয়াল ক্রমশঃ বিষক্রিয়ায় মারা যাবে। অখাদ্য ও কুখাদ্য খেলেওতো ক্রমশঃ মারা যায়। আর এতে যে সাপের বিষ ঢুকানো আছে।

কবুতর জনদরদী আবু তিমারের জন্য দোয়া করল এবং বললো ঃ আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। অনর্থক জনগণ তোমাকে জনদরদী ও গরীবের বন্ধু বলে না। আল্লাহ্ তোমাকে নূহ নবীর হায়াত দান করুন। আল্লাহ তোমার কল্যাণ দেবেন।

আবু তিমার বললো ঃ হ্যা, কেউ যদি সাবধানী ও হুঁশিয়ার হয় তাহলে শিয়ালতো কোন্ ছার। বাঘ-নেকড়েও তাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। ঠিক আছে, কাল দুপুরে দেখা হবে।

কবুতর মাছটাকে সাবধানে রেখে দিলো যাতে বাচ্চারা খেয়ে না ফেলে। কবুতর ভাবলো, শিয়ালের সাথে ঠাট্টা মস্করা চলে না। চুপ করে গর্তের ভেতর লুকিয়ে থাকাই মঙ্গলজনক। এমনভাব দেখাবো যেনো শিয়ালের হাঁকডাক শুনতে পাইনি। শিয়াল যদি এরপর নিজ থেকেই নিরাশ হয়ে চলে যায় তাহলে বুঝবো আবু তিমারের কথাই ঠিক। আর যদি উপরে উঠে আসে তাহলে তাকে মাছ দিয়ে আপ্যায়ন করবো এবং বলবো ঘুমিয়ে ছিলাম। শুনতে পাইনি। এ কথাও বলবো, গত রাতে এখানে একটা সাপ এসেছিলো। সাপের ভয়ে সারা রাত আমাদের ঘুম হয়নি। সকালে চোখে ঘুম আসে। বাচ্চারাও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ইত্যাদি...।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। কবুতর চুপ করে রইলো। শিয়াল কয়েকবার হাঁকডাক ছেড়ে বললো ঃ আমার কথা শুনেও জবাব দিচ্ছিস না, তাই না? এখন দেখবি এ বেয়াদবির কী মজা। নিজেই উপরে উঠে আসছি।, তখন তোর সবগুলো বাচ্চাকেই গিলে খাবো।

এ বলে সে গাছের গায়ে হাত-পা দিয়ে আঁচড় মারা শুরু করলো।

কবুতর শিয়ালের হাত-পায়ের খস্ খস্ শব্দে ভয় পেয়ে গেলো এবং ভাবলো নিশ্চয়ই উপরে উঠে আসছে। তাই দৌড়ে গর্তের মুখে এসে বললো, 'কী হয়েছে? কী করছো তুমি?'

শিয়াল বললো ঃ 'কী হলে খুশী হবি? হয় একটি বাচ্চা ছুড়ে ফেল, নয়তো উপরে উঠে এসে সবগুলো খেয়ে ফেলবো।

www.pathagar.com

কবুতর বললো ঃ আমি কী অস্বীকার করেছি নাকি? কিন্তু তুমি এতো হাঁকডাক ও হৈচৈ বাধিয়ে দিচ্ছো যে, আমার বাচ্চারা ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই নাও একটি বাচ্চা। মনে রেখো এগুলো বন্ধক দিচ্ছি। এদেরকে সুস্থভাবে ফেরত চাই।

কবুতর মাছ ছুড়ে মারলো শিয়ালের সামনে। শিয়াল কবুতরের চোখের সামনেই মাছটা খেয়ে ফেললো এবং বললো ঃ 'এটা আবার কীসের বাচ্চা!?'

কবুতর ঃ আমার বাচ্চা! তোমার ভয়ে ত্রাসে এ রকম হয়ে গেছে। তুমি জানো না অতিরিক্ত শব্দে লোকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ে? বিজ্ঞানীরা তো অহরহ শব্দ দূষণের কথা বলছে। সাবধান করে দিচ্ছে!

শিয়াল বললো ঃ না, আমি এসব মানিনে। এ ধরনের বাচ্চাও আমি চাই না। আমাকে আরেকটি বাচ্চা দাও।

কবুতর ভীষণ মন খারাপ করলো এবং বললো ঃ আর কোন বাচ্চা নেই। যা করতে পারিস কর দেখি। আমি জানি যে, তুই গাছে উঠতে পারিস না। মিথ্যা আস্ফালন দেখাস। তোর বাহাদুরী বুঝে গেছি। শিয়াল এ কথা শুনে বুঝলো যে তার চালাকি ধরা পড়ে গেছে। তখন বললো ঃ ঠিকই বলেছিস, আমি গাছে উঠতে জানি না। গাছে উঠতে পারলেও উঠতাম না। কারণ তুই সত্যি খুব ভাল পাখী। এখন থেকে তুই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু বল্ দেখি কীভাবে বুঝলি আমি গাছে উঠতে পারি না? এ জ্ঞান নিশ্চয়ই তোর নিজের নয়। বুঝা যাচ্ছে যে, কোন জ্ঞানী অভিজ্ঞ ব্যক্তি তোকে এ বিষয়টা শিখিয়েছে। এখনতো তুই আমার বন্ধু। দয়া করে বল দেখি সেই জ্ঞানী পন্ডিতটা কে। যদি সত্যি কথা বলিস তাহলে আর কোন দিন এখানে এসে তোর বাচ্চাদের ভয় দেখাবো না।

কবুতর ঃ এমন লোকের কাছ থেকে এ কথা শিখেছি যার কাছে তোকে সত্তর বছর পড়াশুনা করতে হবে। সে কল্যাণকামী ও কল্যাণ বিশেষজ্ঞ। তার অভিজ্ঞতা সবার চেয়ে বেশী। সবার দুঃখে সে দুঃখী। সব নদীনালা তার অধিকারে। তাকে সবাই ডাকে জনদরদী! এখন ভাগ্ এখান থেকে। আর কখনো বন্ধুগিরি দেখাতে আসিসনে। নইলে তোর অমঙ্গল হবে।

শিয়াল বললো ঃ বেশ ভাল কথা। জনদরদীকে চিনি। তার আসল নাম আবু তিমার। আমি আর এখানে আসবো না। তবে আবু তিমারও এখানে আর কোনদিন আসবে না। যাই, তার কাম শেষ করিগে।

কবুতর বললো ঃ আবু তিমার আমার মতো দুর্বল নয়। সে তার ঠোঁট দিয়ে তোর চোখ বের করে নেবে। সে কখনো তার কাজে ভুল করে না।

www.pathagar.com

শিয়াল ঃ সে চিন্তা আমি করবো। তবে তার খবরও তোর কাছে পৌঁছে যাবে। তখন বুঝবি জনদরদী গরীবের বন্ধুর কী অবস্থা হয়েছে।

শিয়াল সোজা চলে এলো নদীর পাড়ে। এসেই দেখলো আবু তিমার হাঁটু পানিতে এক পা দাঁড়িয়ে চিন্তামগ্ন। শিয়ালের আগমন টের পেয়েই আবু তিমার ফিরে দাঁড়ালো এবং সামনা সামনি মুখ করে তার সাথে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিলো। শিয়াল ভাবলো যদি কবুতরের প্রসঙ্গ উঠায় তাহলে সুবিধা হবে না। তাই চিন্তা করে বললো ঃ সালামুন আলাইকুম।

আবু তিমার সালামের জবাব দিলো এবং কিছুটা স্বস্তিবোধ করলো এরপর জিজ্ঞেস করলো ঃ কী প্রয়োজনে?

শিয়াল বললো ঃ জ্বী, যদি অনুমতি দিন তাহলে বলতে পারি। শুনলাম আপনি নাকি অনেক অনেক অভিজ্ঞতা রাখেন এবং সবাই আপনার কাছ থেকে শিক্ষাদীক্ষা নেয়। আমি আজ এক সমস্যায় পড়ে আপনার দ্বারস্থ হলাম। আপনার সাথে পরামর্শ করতে এলাম।

আবু তিমার নিজের প্রশংসা শুনে গলে গেলো এবং বললো ঃ তোমার মনে যা চায় জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি খুবই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। কখনো ভুল করি না। আমি ...

শিয়াল তার কথায় বাধা দিয়ে বললো ঃ 'জ্বী, আপনি নিশ্চয়ই কখনো ভুল করতে পারেন না। আমার সমস্যাটি হলো আমি বাতাসকে ভীষণ ভয় পাই।

আবু তিমার ঃ বাতাসে আবার ভয়ের কী পেলে? আমরাতো গাছের সরু ডালে বসেও বাতাসকে ডরাই না। অথচ তুমি মাটির উপর বসবাস করে কিনা বাতাসকে ডরাও?

শিয়াল ঃ কী করবো বলুন, ভয় লাগে। আপনার তো পাখা-পালক আছে। পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। বাতাসে উড়তে পারেন। তাই কবিও বলেছেন ঃ

"পাখীরা যে পায় না ভয়
গাছেরও উচু শাখে
এ কারণে যে, তাদের রয়েছে
ভরসা আপন পাখে!"

কিন্তু আমরাতো স্থলের প্রাণী। আমাদের পাখা নেই। এ জন্য ভয় করি। আর ভয় হচ্ছে মউতের ভাই। আমাদের কাছে বাতাস অনেক ভয়ানক।

আবু তিমার জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমার ভয় কী গাছপালার শাখা-প্রশাখার আওয়াজের কারণে?

শিয়াল ঃ না, শব্দে কোন ভয় নেই। ভয় এ জন্যে যে, চোখে ধুলাবালি পড়তে পারে।

www.pathagar.com

আবু তিমার ঃ বেশ, যখন বাতাস বইবে তখন তোমার চোখ বন্ধ করে রেখো।

শিয়াল ঃ কিন্তু আমার নাক কী করবো, কান কী করবো? আমি এখানে আপনার কাছে এ কথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি যে, জোরে যখন বাতাস বয় তখন আপনি কী করেন? যেমন বাতাস যদি ডানদিক থেকে বা বাঁদিক থেকে আসে তখনইবা কি করেন?

আবু তিমার ঃ এটাতো কোন ব্যাপারই নয়! বাতাস যদি ডান দিক থেকে আসে বাম দিকে মাথা ঘুরিয়ে রাখি আর যদি বাঁ দিক থেকে আসে তাহলে মাথা ডান দিকে ঘুরিয়ে রাখি। এতে বাতাস আমাদের চোখেমুখে লাগতে পারে না।

শিয়াল ঃ যদি সামনের দিক থেকে আসে?

আবু তিমার ঃ আরে, তুমি তো দেখছি ভীষণ বোকা। লোকে তাহলে কী করে বলে যে শিয়াল খুব চালাক চতুর ও ধুরন্ধর? এটাতো একটা সোজা ব্যাপার। বাতাস যখন সামনের দিক থেকে আসবে আমরা তখন মুখ ঘুরিয়ে দাড়াই বা বাতাসের দিকে পিঠ ও লেজ দিয়ে রাখি। তখন আর চোখে নাকে মুখে বাতাস লাগতে পারে না।

শিয়াল জিজ্ঞেস করলো ঃ কিন্তু বাতাস যদি সব দিক থেকে আসে, ডান বাম সামনে পিছু থেকে আসে, যেমন ঘূর্ণিবায়ু, তখন কী করবেন?

আবু তিমার ঃ কোন ব্যাপারই নয়, তখন আমরা মাথা গুঁজে রাখি পালকের ভেতর।

শিয়াল বললো ঃ ঠিকই বলেছেন। আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান পাখী। আপনাদের পাখা আছে, পালক আছে, কিন্তু আমি যে দুর্ভাগা। আমার পাখা পালক কিছুই নেই। তাছাড়া পাখা পালক থাকলেও আমার ঘাড় যেহেতু ছোট সেহেতু পাখা পালকের ভেতর তা গুঁজেও রাখতে পারতাম না। এখন বলুন আমার কী উপায় হবে?

আবু তিমার ঃ বেশ, তুমি চোখ বন্ধ করবে, ঘাড় নুইয়ে রাখবে, নিজের শরীরটাকে গুটিয়ে নেবে। মাথাটাকে দুই হাতের ফাঁকে গুঁজে দেবে আর হাঁটু দিয়ে কান ও নাক ঢেকে রাখবে। ব্যস!

শিয়াল ঃ ঠিক সমাধান দিয়েছেন। কিন্তু আমার স্মরণশক্তি খুবই দুর্বল। কী যে বললেন তা মাথায় ঢুকছে না। আপনি কি দয়া করে একবার এ কাজটা চাক্ষুষ ভাবে আমাকে দেখাবেন যাতে আমি আপনার কাছ থেকে শিখে নিতে পারি। আমি সব সময় আপনার জন্যে দোয়া করবো।

আবু তিমার ঃ 'এই যে, দেখিয়ে দিচ্ছি, এভাবে করবে ...'

এই বলে আবু তিমার নিজেকে গুটিয়ে নিলো এবং মাথা বুকের নিচে ঢুকিয়ে দুই পাখা দিয়ে সামনের ভাগ ঢেকে ফেললো।

www.pathagar.com

শিয়াল মওকা বুঝে এক লাফে আবু তিমারের ঘাড় মুখে কামড়ে ধরে বললো ঃ এতসব কথা তোকে ধরার জন্যেই বলেছি। আমি বাতাসকে ডরাই না, ডরাই তোর লম্বা ঠোঁটকে। এখন এমন শিক্ষা দেবো যাতে কবুতরদের গিয়ে জ্ঞানবুদ্ধি দিতে হবে না। ওদের জন্যে আর মাছ নিয়ে যেতে হবে না। হতভাগা কোথাকার। তুই নিজে পানি খাসনে, মাছ খাসনে যে ওসব শেষ হয়ে যাবে। অথচ কবুতরের জন্যে মাছ নিয়ে যাস যাতে আমাকে তার বাচ্চার বদলে মাছ দিয়ে বিদায় করে এবং তাকে বলে আসিস যে শিয়াল গাছে উঠতে পারে না। শুধু গর্ব করিস, আমার কাজে কোন ভুলত্রুটি নেই, আমি কল্যাণ কামনা করি। ভাল চাই, আমি গরীবের বন্ধু, জনদরদী। এখন দেখলি শিয়ালের চালাকি তোর চেয়েও বেশী? এখন কেমন লাগছে বল?

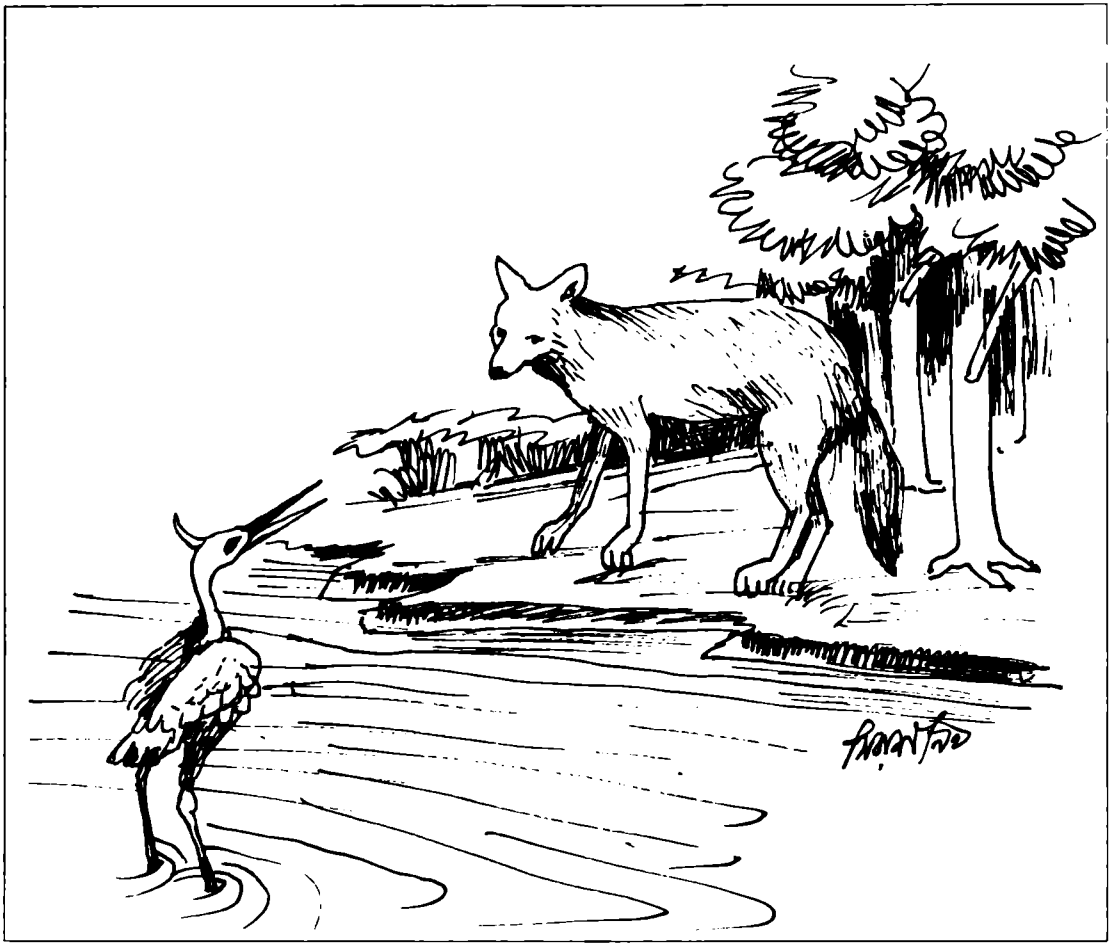

www.pathagar.com

আবু তিমার বললো ঃ তোমার কথাই ঠিক। আমি এতসব বুঝেও তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তনে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও, ঐ মাছটা কী খেয়েছো?

শিয়াল ঃ অবশ্যই খেয়েছি। এখন তোকেও খাবো।

আবু তিমার ঃ আমাকে যদি খেয়ে ফেলো সে অধিকার তোমার আছে। কেননা আমি কবুতরের কাছে তোমার ছলচাতুরী ধরিয়ে দিয়েছি। তবে আমি তোমার একদিনের খোরাক মাত্র। এখন আর কবুতরের বাচ্চাও পাবে না খেতে। আমি তোমার সাথে একটা লেনদেন করতে পারি যদি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমার জন্য প্রতিদিন দুটো বড় মাছ ধরে দেবো। তুমি তো জানো যে, দরিয়াতে মাছের অভাব নেই। কোন দিন মাছ শেষও হবে না। তাই যদ্দিন বেঁচে থাকবে তদ্দিন তোমাকে মাছ ধরে দেবো। এতে আমাকে হত্যার গুনাহও যেমন তোমার ঘাড়ে বর্তাবে না, তেমনি সব সময়ের জন্যে তোমার খাওয়া দাওয়ার চিন্তাও দূর হয়ে যাবে।

শিয়াল ঃ ঠিক আছে মেনে নিলাম। কিন্তু কে তোর জামানত দেবে যে, ওয়াদা ভঙ্গ করবি না ও ফাঁকি দিবি না?

আবু তিমার ঃ তুমি যেভাবে চাও সেভাবেই জামানত দেবো। আমরা বকেরা কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করি না। এ কথা তুমি নিজেও ভাল করে জানো। আমি চেয়েছিলাম যে, প্রতিদিন কবুতরকে নিয়ে একটা করে মাছ দেবো। যাতে তোমাকে খেতে দেয়। কবুতর এ জন্যে আমাকে কোন বদলা দিতো না। এখন অবস্থার তো তেমন ফারাক হয়নি। সরাসরি তোমাকেই মাছ দেবো। একটি নয়, বরং দৈনিক দুটো মাছ দেবো। এ কাজ করা আমার জন্য খুবই সোজা।

এমন সময় শিয়ালের পেটে সাপের বিষ কাজ শুরু করে দিলো। শিয়াল দেখলো যে তার মাথা ও কলিজায় ব্যথা শুরু হয়েছে। ব্যথার যন্ত্রণায় আবু তিমারকে ধরে রাখার শক্তি পাচ্ছে না। তাই সে আবু তিমারের কথায় রাজী হয়ে দ্রুত বললো ঃ বেশ, এ কথাই রইলো। আমি তোর ওয়াদায় বিশ্বাস করলাম। প্রতিদিন এখানে আমাকে দু'টি মাছ ধরে দিবি। আমি এখন যাই। যদি ওয়াদা না রাখিস তাহলে তোর সর্বনাশ করে ছাড়বো।

শিয়াল এ কথা বলে আবু তিমারকে ছেড়ে দিলো এবং চলে গেলো। কিন্তু আর কোন দিন সে নদীর পাড়ে ফিরে এলো না।

www.pathagar.com

রঙিন শিয়াল

এক বনে ছিল একটি শিয়াল। সে খুব ভীতু ছিল। তবে ভীষণ বজ্জাত ও বদমায়েশও ছিল। বাগানে ঢুকে কাঁচাপাকা আঙ্গুর কীভাবে নষ্ট করা যায় সে শিক্ষা অন্যান্য শিয়ালকে সেই দিয়েছিল।

কাহিনীটা হলো এরূপ। একদিন শিয়ালেরা দল বেঁধে গেলো আঙ্গুর বাগানে আঙ্গুর খাওয়ার জন্যে। ওরা দেখতে পেলো এই ভীতু শিয়াল দুই হাতের মুঠোয় আঙ্গুরের ছড়া হাতে নিয়ে পিষে গলিয়ে চলছে। তাকে ওরা জিজ্ঞেস করলো, 'আঙ্গুরগুলো এভাবে নষ্ট করছো কেনো?' সে জবাব দিলো ঃ 'চিহ্ন রেখে যাচ্ছি। প্রতিরাতে এসে সময় নষ্ট করতে চাই না। যেসব ছড়ার আঙ্গুর মিষ্টি সেগুলো খাবো আর যেগুলো টক সেগুলোকে এভাবে নষ্ট করে রাখবো যাতে আগামী রাতে এসে ভুল করতে না হয়। এটা কী নষ্ট করা হলো?

শিয়ালেরা বললো ঃ না, ঠিকই আছে। আমরাও তাই করবো।

ঐ রাতে ওরা অনেক মিষ্টি আঙ্গুর খেলো কিন্তু বহু কাঁচা ও টক আঙ্গুর নষ্ট করে গেলো।

পরদিন বাগানের মালিক এসে আঙ্গুরের অবস্থা দেখে বিষয়টা আঁচ করতে পারলো। মনে মনে ভাবলো, আজব বোকা শিয়াল ওরা। বুঝতে পারছে না যে, টক আঙ্গুরগুলো কয়দিন পরই মিষ্টি হবে।

মালিক চিন্তা করলো পশুদের অজ্ঞানতার কোন চিকিৎসা নেই। কিন্তু আঙ্গুরগুলো যে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, মালিক এসব ভেবে রাতে কিছু মিষ্টি তুত্ ও ডুমুর দিয়ে মজার সুপ তৈরি করলো ও তা বাগানের পানি চলাচলের নালাপথে রেখে দিলো। শিয়ালেরা রাতে ঐ পথ দিয়ে বাগানে ঢুকতে গিয়ে মজার সুপ খেয়ে ফিরে গেলো। এভাবে কয়েকদিন গেলো। কিন্তু বাগান মালিকের পক্ষে প্রতিদিন শিয়ালদের জন্য সুপ তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই সে বাগানের দেয়াল উঁচু করে বাঁধলো এবং শিয়াল ধরার ফাঁদ ঐ নালামুখে পেতে রাখলো।

ঘটনাক্রমে সে রাতে ভীতু শিয়াল দেরীতে রওনা হলো। আঙ্গুর বাগানের উদ্দেশে। এরই ভেতর একটি শিয়াল ফাঁদে আটকা পড়ায় অন্যরা পালিয়ে গেলো। শিয়ালদের ঘরবাড়ি ছিল পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের ভেতর। একটি শিয়ালের বাসা ছিল সবচে দূরে। সে যখন বাসায় ফিরছিলো তখন ভীতু শিয়ালের সাথে দেখা। তাকে সব ঘটনা খুলে জানালো

www.pathagar.com

এবং বললো ঃ বেশ ভালই হয়েছে তুই আজ গেলি না বাগানে। কিন্তু এখন কোথায় পালাচ্ছিস? তোর তো ভয়ের কোন কারণ নেই।

ভীতু শিয়াল বললো ঃ আমার ভয় সিংহের। ফাঁদতো কিছুই নয়। আজ রাতে আমি পাহাড়ের ওদিকে যেখানে আমার বাসা সেখানে একটি সিংহের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। তাই বাসা থেকে সময় মতো বেরুতে পারিনি। এখন ভয়ে ভয়ে এদিক সেদিক ঘুরে দেখছি।

পলায়নরত শিয়াল বললো ঃ না বাবা, এখানে আবার সিংহ আসবে কোত্থেকে! সিংহ থাকে গহীন বনজঙ্গলে। আমাদের এ বনতো পাহাড়িয়া ঝোপঝাড় মাত্র। আশেপাশে মানুষের বসবাস। তাই সিংহরা এদিকে আসবে না।

ভীতু শিয়াল ঃ আমি নিজ কানে শুনেছি সিংহের শব্দ। সিংহ এসে থাকলে সবার জন্যেই বিপদ। এছাড়া আমার বাসা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয় বলে ভয় সবচে বেশী।

এমন সময় আরেকটি শিয়াল এসে সেখানে উপস্থিত। সে বললো ঃ কী ব্যাপার? কি নিয়ে কথা হচ্ছে?

ওরা বললো ঃ আমরা সিংহের শব্দ শুনে ভয় পাচ্ছি।

নবাগত শিয়াল বললো ঃ কৈ, আমি তো সিংহের সাড়াশব্দ কিছুই পেলাম না।

ভীতু শিয়াল বললো ঃ হয়তো তোর কানের পর্দা ভারী। তোর বাসাও তো এ অঞ্চলে নয়। তাই শব্দও শুনিসনি ভয়ও পাচ্ছিস না।

এরপর শিয়ালেরা বললো, বেশ! পরীক্ষা করেই দেখা যাক। তুই যা এদিক দিয়ে আর আমরা দু'জন যাবো অন্য দু'দিক দিয়ে। এখানেই আবার ফিরে আসবো।

এভাবে ভীতুকে পাঠানো হলো যেদিক থেকে আওয়াজ শুনা গেছে সেদিকে আর নিরাপদ দিক দিয়ে বাকি দুই শিয়াল রওনা হলো। আঙ্গুর বাগান থেকে পলাতক শিয়াল নিজের বাসার কাছে পৌঁছেই সঙ্গীর নিকট থেকে খোদা হাফেজ করলো এবং বললো ঃ আমার স্বাস্থ্যটা ভাল নয়। ফাঁদের ভয়ে আমার মাথা ধরেছে। যদি সিংহের কোন খবর পাস তবে আমাকে জানাস।

এদিকে ভীতু ঘুরেফিরে এলো নির্ধারিত স্থানে। তৃতীয় শিয়াল কিছুই না পেয়ে ভীতু যেদিকে গেছে সে দিকেও দেখতে গেলো। অবশেষে দু'জন মিলিত হলো যথাস্থানে। তৃতীয় শিয়াল ভীতুকে বললো ঃ কিরে সিংহের তো কোন খোঁজ পেলাম না। কিন্তু একটা ভাঙ্গা বদনা দেখলাম ওখানে পড়ে রয়েছে। যখন বাতাস বদনার ছিদ্রে ঢুকে পড়ে তখন শব্দ বের হয়। নাকি এই ভাঙ্গা বদনার আওয়াজকেই সিংহের আওয়াজ বলে মনে

www.pathagar.com

করেছিস?

ভীতু শিয়াল বুঝলো যে, সে এই ভুলই করেছে। কিন্তু অন্য পাহাড়ের শিয়াল যাতে এ কথাটা না বোঝে সে জন্যে জিজ্ঞেস করলো ঃ তুই কোন্ টিলার কথা বলেছিস?

শিয়াল ইশারা করে দেখালো এবং বললো, 'ওই উচু টিলাটার কথা বলছি।'

ঠিক এমন সময় জোরে বাতাস বইলো আর সাথে সাথে বদনার ছিদ্র দিয়ে জোরে আওয়াজ বের হতে লাগলো। ভীতু তখন বললো ঃ না, এটাতো আমি নিজেই জানি। কোথায় সিংহ আর কোথায় বদনা! সিংহের আওয়াজ অন্যদিক থেকে এসেছিল। কিন্তু এখন সে আওয়াজ আর আসছে না। হয়তোবা সিংহ চলে গেছে।

এরপর দু'জনে খোদা হাফেজ করে বিদায় নিলো। কিন্তু ভীতু মনে মনে বললো, দেখে আসি এই বজ্জাত বদনাটাকে। এরপর সে ধীরে ধীরে পা টিপে এগিয়ে গেলো ভাঙ্গা বদনার কাছে। হ্যাঁ, ঠিকইতো। ভাঙ্গা বদনা একটা। বাতাস এর ভেতর ঢুকে পড়লেই আওয়াজ তোলে। ঠিক সেই আওয়াজ যা শুনে সে সিংহের আওয়াজ মনে করে ঘর থেকে ভয়ে বের হয়নি। ভীতু শিয়াল তখন ক্ষেপে গেলো বদনার উপর এবং বদনাকে বললো ঃ তুই আমাকে ডর দেখাস, না? আমি যদি তোর বারোটা না বাজাই তাহলে আমি বাপের বেটা নই। ছোট লোক কোথাকার। বেকার বসে বসে টিলার উপর আওয়াজ তুলছিস! আর জনতাকে ভয় দেখাচ্ছিস! এখন তোকে নিয়ে যাবো নদীতে এবং পানির মাঝে ডুবিয়ে দেবো। তখন বুঝবি ডর দেখানোর কী মজা!

শিয়াল বদনাকে কামড়ে ধরলো এবং নিয়ে এলো নদীর পাড়ে। সে নদীর পানিতে বদনাটাকে ডুবিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু নদীর কিনারে পানি তেমন গভীর ছিল না। ফলে শিয়াল বদনাকে যতই ঠেলুক না কেনো বদনা ডুবে যাচ্ছে না বা পানির স্রোত একে নিয়ে যাচ্ছে না। তখন শিয়াল কিছুটা চিন্তা করলো এবং বললো ঃ বুঝেছি! তোকে টিলার উপর থেকে ছুড়ে মারতে হবে।

এরপর বদনাটাকে টেনে আনলো নদীর তীরে টিলার উপর এবং সেখান থেকে পানিতে ছুড়ে মারলো। কিন্তু বদনা উল্টে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লো পানিতে। বদনার মুখ ও নল পানির ভেতর আর দেহটা উপরের দিকে ভাসছে। স্রোতের টানে বদনা ভেসে চললো। শিয়াল তখন মনের আনন্দে বলে উঠলো ঃ এবার ঘুরে ঘুরে মর। আর আমাকে ডর দেখাতে আসবি কিনা! আর হাঁকডাক আসবে না তোর মুখ দিয়ে।

শিয়াল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল বদনা কোথায় ভেসে যায়। কিন্তু সে লক্ষ্য করলো একশো হাত দূরে গিয়ে বাতাসের ধাক্কায় বদনা চলে এলো তীরে এবং কাদায় আটকে গেলো। এরপর বদনা কাত্ হয়ে পড়লে তাতে কল কল বেগে কিছু পানি ঢুকলো এবং

www.pathagar.com

সেখানেই স্থির হয়ে রইলো।

শিয়ালের মেজাজ গেলো বিগড়ে। বললো ঃ ডুবলি না? জানি তোকে কী করতে হবে। দৌড়ে এলো সে বদনার কাছে। এটাকে তুলে দাঁড় করালো এবং দু'হাতে বালু ও কাদামাটি দিয়ে বদনা পরিপূর্ণ করলো। এরপর বললো এবার তোকে ডুবতেই হবে। কিন্তু বালি ও কাদাভর্তি বদনা অনেক ভারী হয়ে পড়ায় শিয়াল কোন মতেই একে তুলে পানিতে ছুড়ে মারতে পারছিল না। শিয়াল অনেক্ষণ ভাবলো। এরপর বদনার দিকে তাকিয়ে বললো, তুই ভাবছিস আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবি, না? আমি তোর থেকেও অনেক বড় শয়তান। মাটি দিয়ে না পেরেছি পানি ভর্তি করে তোকে ডুবাবো।

www.pathagar.com

সে বহু চেষ্টা করে বদনা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এবং ভেতরের বালি ও কাদা সরালো। এরপর এক টুকরা রশি খুঁজে পেয়ে বদনার হাতল নিজের লেজের সাথে শক্ত করে বাঁধলো। তখন বদনাকে টেনে টেনে নিয়ে গেলো নদীর তীরে পানির কাছে। যেখানে পানি গভীর ছিলো সেখানে ছড়িয়ে থাকা গাছের শিকড়ের সাথে নিজেকে হেলান দিয়ে পানির স্রোতের কাছে চলে গেলো। দু'হাতে গাছের শিকড় আঁকড়ে ধরলো এবং দু'পায়ে ঠেলে বদনাটা ডুবাতে লাগলো পানিতে। কলকল বেগে বদনার ভেতর পানি ঢুকছে। শিয়াল বললো ঃ বৃথা আর কাকুতি মিনতি করিসনে। তোকে আর ছাড়ছিনে!

বদনা যখন পানিতে ভর্তি হলো তখন তা অত্যন্ত ভারী হয়ে ডুবে যাচ্ছিলো। শিয়ালের লেজও সাথে করে নিয়ে যাচ্ছিল বদনা। হঠাৎ জোর করে গাছের শিকড় আঁকড়ে না ধরলে বদনা তাকেই সাথে সাথে ডুবিয়ে নিতো। শিয়াল যত চেষ্টাই করুক না কেনো বদনা শিয়ালের লেজ ছাড়ছে না। শিয়াল শেষ পর্যন্ত চিৎকার জুড়ে দিলো ঃ ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলছি! নইলে, নইলে ...। কিন্তু শিয়ালের ফরিয়াদ বদনার কানে গেলো না বদনা যে পানির নিচে ডুবে আছে। একদিকে ঢালু তীর, তার উপর স্রোতের টান। বদনা যে শিয়ালের লেজের সাথে শক্তভাবে গিঁট লেগে আছে। বদনা শিয়ালকে টানছে তো টানছেই। শিয়াল মনে মনে বলতে লাগলো ঃ কী মারাত্মক ভুলই না করেছি। এখন বজ্জাত বদনা আমাকে ছাড়ছে না। কেউ কাছাকাছি নেই যে, আমাকে উদ্ধার করবে। এখন না বদনাকে উপরে উঠাতে পারছি না নিজেকে মুক্ত করতে পারছি। শেষ পর্যন্ত শিয়াল উপায় না দেখে মাথা ঘুরিয়ে দাঁত দিয়ে অর্ধেক লেজই কেটে ফেললো। বাকি লেজসহ বদনা হারিয়ে গেলো পানিতে। এভাবে সে নিজেকে নাজাত দিলো বদনার হাত থেকে। শিয়াল বদনাটার ডুবে যাওয়া স্থানের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ এতটুকুন লেজ আর কী? সামান্য লেজ গেলে গেছে কিন্তু তোর সারাটা দেহই ডুবিয়ে দিলাম পানির ভেতর। তোর আওয়াজের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেলাম। আর বাহাদুরী দেখাতে পারবি না। বুঝলি।

এখন শিয়াল বদনার হাত থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তবে তার লেজও কাটা গেলো। তার এখন আশংকা হচ্ছে শিয়ালদের সমাজে গিয়ে যদি আসল কাহিনী বলে তাহলে ওরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করবে। এ কথা ভেবে তার এতই লজ্জা লাগলো যে সে ঠিক করলো এমন এক স্থানে চলে যাবে যেখানে আর শিয়ালের কোন চিহ্ন নেই। শিয়াল ভাবতে ভাবতে ঢুকে পড়লো এক গ্রামে এবং একটি রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ দূর থকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে তার চেতনা ফিরলো এবং তাড়াহুড়া করে একটি গর্ত পেয়ে ঢুকে পড়লো। গর্তটা ছিল আসলে একটি রঙের দোকানের পেছন ভাগের ভাঙ্গা

www.pathagar.com

অংশ। শিয়াল ঢালু গর্ত বেয়ে গড়িয়ে পড়লো গিয়ে লাল রঙের পাত্রে। তার পা লাল হয়ে গেলো। রঙের পাত্র থেকে বের হয়ে দাঁড়াতেই পিছলে গিয়ে পড়লো আরেকটি পাত্রে। এবার তার মাথা ও ঘাড় সবুজ হয়ে গেলো। সেখান থেকে উঠে ফের গড়িয়ে পড়লো হলুদ রঙের পাত্রে। ভীতু শিয়াল ভয়ে আতঙ্কে নিজের টাল সামলাতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত যখন বহু কষ্টে স্থির হয়ে দাঁড়ালো এবং রঙের পাত্রগুলোর হাত থেকে নাজাত পেলো তখন সকাল হয়ে গেছে। সে পানির পাত্রের কাছে গিয়ে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলো আজব বিচিত্র রঙেই না সে রঞ্জিত হয়েছে। নিজেকেই সে চিনতে পারছে না।

কিছুক্ষণ পর রঙের দোকানের কর্মচারীরা এসে দরজা খুলে রঙিন শিয়ালকে দেখে ভাবলো কুকুর। তারা বললো, পেছনের ভাঙ্গা দেয়াল দিয়ে একটা কুকুর এসে পড়েছে রঙের পাত্রে। পাত্রগুলো অপবিত্র হয়ে গেছে। তারা লাঠি এনে একে পিটাতে গেলো। শিয়াল এক লাফে দরজা দিয়ে পালালো। গলিতে একটি বিড়াল শিয়ালকে কুকুর মনে করে এক লাফে গিয়ে গাছে উঠলো এবং বললো ঃ বাহ্ কতো সুন্দরই না এ কুকুর। শিয়াল বললো ঃ "কুকুর তুই!" এরপর সে ওখান থেকে পালালো এবং মাঠে এসে ঘুরে ফিরে একটা পানির নালা খুঁজে পেলো। সেখানে ইচ্ছে মতো গাটা ধুয়ে নিলো। কিন্তু রঙ ছিলো গাছের শিকড় বাকল থেকে তৈরি প্রাকৃতিক রঙ। ওসব রঙ দিয়ে কম্বল রং করা হয়। তাই রংতো উঠলোই না বরং যতই পানিতে ধুলো ততই রং তার গায়ে ফুটে উঠলো ও গাঢ় হলো।

শিয়াল তাই হতাশ হয়ে নালা থেকে উঠে এলো এবং গাটা শুকালো। এরপর ভাবতে লাগলো 'এখন কী করি? লেজও নেই, ময়ূরের মতো বিচিত্র রং লাগলো গায়ে। জনগণকে কী বলে বুঝাবো?'

অনেক ভেবে ঠিক করলো বড় বড় কথা বলার চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। বলবো, সিংহের সাথে লড়াই করেছিলাম। সিংহ আমার লেজ ছিঁড়ে ফেলেছে। এরপর হযরত খিজির (আঃ) এসে আমাকে নাজাত দিয়েছেন। আমি এখন আল্লাহর বিশেষ একজন বান্দা হয়েছি।

এসব ভাবতে ভাবতে যখন সে ছুটে চলছিল তখনি দেখা রাতের তৃতীয় শিয়ালের সাথে। সে তাকে দেখে তাজ্জব হয়ে বললো, 'একী কাণ্ড? এ চেহারা কীভাবে পেলি?'

ভীতু বললো ঃ কিছুই না। আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন। গত রাতে যখন তোরা চলে গেলি তখন আবারো সিংহ আওয়াজ করলো। আমি গেলাম তার জায়গাটা দেখতে। উঠে গেলাম টিলার উপর। বাপরে বাপ। সে আর বলিসনে। তোদের কপালে এ দুর্দিন না আসুক। আচমকা নিজেকে দেখতে পেলাম সিংহের সামনে। যেই পালাতে ছুট দিতে

www.pathagar.com

চাইলাম অমনি সিংহ আমার পিছু নিলো। এক সময় আমার লেজ কামড়ে ধরলো। আমিও নিরাশ হয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং বললাম, হে খোদা! তুমি নিজে আমাকে বাঁচাও। হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেলাম ধুলাবালির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন এক অলি আল্লাহ মানুষ। তিনি সিংহের বাবরী ধরে একটি থাপ্পড় মেরে আমাকে উদ্ধার করলেন। সিংহ আমার লেজ মুখে নিয়ে সেখানে থেকে পালিয়ে বাঁচলো। লোকটি আমাকে বললো, 'কী চাস বল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি কে জনাব?'

তিনি বললেন, 'আমি খোয়াজ খিজির'। আমি তখন তার পায়ে পড়ে বললাম 'হে খিজির! আমার লেজ সিংহ খেয়ে ফেলেছে। এখন লেজ ছাড়া গেলে শিয়ালরা আমাকে নিয়ে হাসবে। কী করবো বলুন?' তখন হযরত খিজির আমাকে বললেন, 'ভয় নেই'। লেজ না হয় গেছে, তাতে কী! আমি তোকে এর বদলে এমন দোয়া শিখিয়ে দেবো যাতে তুই যা চাইবি তাই পেয়ে যাবি। তার কথা মতো দোয়া পাঠ করলাম এবং বললাম হে খোদা! আমারতো লেজ নেই তুমি দেখতেই পাচ্ছো। এর বদলে তুমি আমাকে এমন কিছু দাও যাতে আমি সব শিয়ালের মাঝে সবচে সুন্দর ও খুবছুরৎ হই।

এরপর আচমকা আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো ও বজ্রপাত হলো। বাতাসে আলোর রকমারি ঝলমল শুরু হলো এবং আমার গায়ের রঙ এরূপ হয়ে গেলো। সার কথা হযরত খিজিরের দোয়ার বরকতে আমার এমন সুন্দর সুন্দর রঙ গায়ে এলো। এখন আর আমার নাম শিয়াল নয়। বরং শিয়ূর। অর্থাৎ শিয়ালের 'শি' আর ময়ূর-এর 'য়ূর' মিলে হয়ে গেলাম শিয়ূর। আমি শিয়াল হয়েও ময়ূরের মতো সুন্দরী। খিজিরের দোয়া ও আশিস আমার উপর বহমান। আমি দোয়া করলেও ফলে আবার অভিশাপ দিলেও মারাত্মকভাবে ফলে যায়। যারাই আমার প্রতি সন্দেহ সংশয় পোষণ করবে তারই ক্ষতি হবে।

শ্রোতা শিয়াল মুখ বাঁকিয়ে বললো, চাপাবাজি বাদ দে! বাজে কথা শুনানোর আর লোক পেলি না। সত্য কথা বল দেখি কেনো এরূপ হয়ে গেছিস? লেজ কোথায় হারিয়ে আসলি?

ভীতু বললো ঃ যা বলেছি তাই সত্য। যদি বাড়াবাড়ি করিস তাহলে অভিশাপ দেবো। এক সময় দেখবি ধুয়া হয়ে হাওয়ায় উড়ে গেছিস।

এক ধমক খেয়ে শিয়ালটি ভয় পেয়ে গেলো এবং বললো ঃ না বাবা এমনিতেই বলছিলাম। মনে কিছু নিসনে। তুইই তোর অবস্থা ভাল জানিস। আমি তোর একান্ত ভক্ত। তোর কাছে দোয়া চাই।

রঙিন শিয়াল দেখলো তার ওষুধ বেশ কাজে এসেছে। তাই সেখান থেকে চলে এলো গতরাতে আঙ্গুর বাগান থেকে পলাতক শিয়ালের বাড়ি এবং শিয়ালকে তার বানোয়াট

www.pathagar.com

কাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে জানিয়ে বললো, দেখলি শেষ পর্যন্ত সিংহের নাগাল পেলাম। তোরা বলেছিলি সিংহ নেই। যাক, আল্লাহ আমাকে রহম করেছেন। এখন লেজ হারালেও অনেক খুশী। আমি যে দরবেশ হয়ে গেছি। আমার নাম এখন শিয়ূর।

এই শিয়াল বলে উঠলো, শিয়ূর আবার কী?

রঙিন শিয়াল জবাব দিলো ঃ ময়ূরের মতো যে শিয়াল এবং যার প্রতি খিজিরের দোয়া রয়েছে তাকেই বলা হয় শিয়ূর।

পলাতক শিয়াল বললো ঃ আশ্চর্য্য ব্যাপারতো। আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।

রঙিন শিয়াল বললো ঃ এসব কথা মুখে আনবিনে। সাবধান হয়ে যা। আমার প্রতি বেয়াদবী করলে অভিশাপ দেবো। তখনি দেখবি হঠাৎ ধুয়া হয়ে হাওয়ায় উড়ে গেছিস।

পলাতক শিয়াল বললো, তুই ঠিকই বলেছিস। তোর কথাই সত্য। তুই এখানে অপেক্ষা কর, আমি সব শিয়ালকে ডেকে নিয়ে আসি এবং তোর কথা তাদেরও বলে দেই।

এরপর শিয়ালেরা সব একত্রিত হলো ওখানে। সবাই রঙিন শিয়ালকে অভিনন্দন

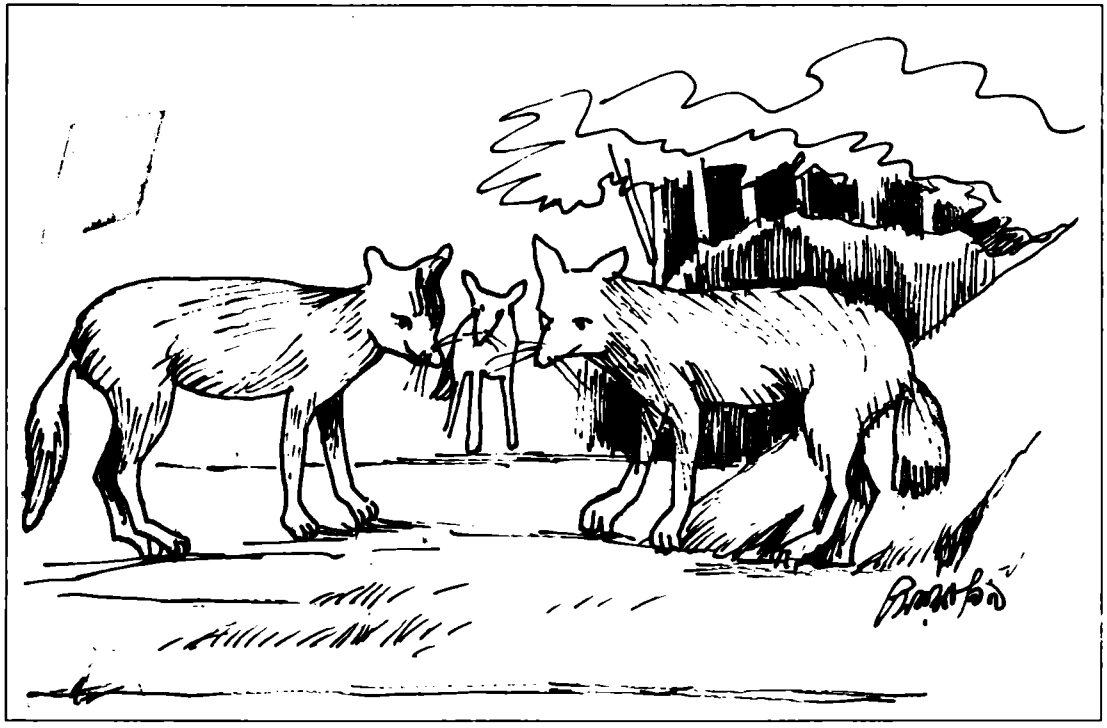

www.pathagar.com

জানালো, তাকে শিয়ূর বলে তাদের মাথার মণি হিসেবে গ্রহণ করে নিলো এবং বললো ঃ এখন আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কী?

রঙিন শিয়াল বললো ঃ তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এ কথা জানা যে, ঐ গ্রামের বড় আঙ্গুর বাগিচাটি আমার। কোন শিয়ালের হক নেই বড় বাগিচায় পা ফেলার।

শিয়ালেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ এ কথাও কী খিজির বলে দিয়েছেন?

রঙিন শিয়াল বললো ঃ তোমাদের কল্যাণ এতেই নিহিত আছে।

শিয়ালেরা বললো ঃ বেশ ভাল কথা। যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

রঙিন শিয়াল বললো ঃ এখন থেকে প্রতি সপ্তায় আমার জন্যে একটি বড় চর্বিওয়ালা মোরগ ধরে আনবে।

শিয়ালেরা বললো ঃ অবশ্যই। আর কী ফরমায়েশ আছে?

রঙিন শিয়াল বললো ঃ না, আর কোন নির্দেশ আপাততঃ নেই। তবে মোরগ মুরগী যদি বড়সড় হয় তবে তা তোমাদের জন্যেই মঙ্গল হবে।

শিয়ালেরা বললো ঃ তুমি আমাদের জন্যে কিছুই করবে না?

রঙিন শিয়াল বললো ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে দোয়া করবো, তোমাদের মঙ্গল কামনা করবো।

তারা জিজ্ঞেস করলো ঃ কেমন করে?

সে বললো এভাবে ঃ হে খোদা! এ শিয়ালদের তুমি কুকুরদের হাত থেকে রক্ষা কর। হে খোদা! শিয়ালদের কখনো ফাঁদে ফেলো না। হে খোদা! আঙ্গুরগুলোকে মিষ্টি করে দাও! হে খোদা! হাঁস-মুরগীকে মোটাতাজা করে দাও। এই শিয়ালদের ভাগ্যবান করো ...।

সবাই বললো বেশ ভাল। আমরাও রাজী। তোমার বাগানে যাবো না। আমরা অত্যন্ত খুশী যে, শিয়ূর আমাদের নেতা ও সেনাপতি।

শিয়ালেরা যখন সম্মেলন শেষে বাইরে গেলো তখন একটি বাচ্চা শিয়াল বললো, আমি এসব কথা বিশ্বাস করি না। হযরত খিজিরের খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই যে, শিয়ালকে বসে বসে রং করবেন এবং দোয়া শেখাবেন।

শিয়ালেরা বললো ঃ আমরা এতো সব রহস্য বুঝি না। এসব রং ও কথা নিশ্চয় বেহুদা নয়।

www.pathagar.com

বাচ্চা শিয়াল ঃ রং অনর্থক নয় বটে। কিন্তু এর সাথে হযরত খিজিরের কোন সম্পর্ক নেই। আমার মনে হয় এসব কথা সে নিজেই বানিয়েছে।

বড়রা বললো ঃ এই যে সবুজ, হলুদ, লাল প্রভৃতি রং কোথা থেকে এলো এবং তার লেজই বা গেলো কোথায়?

বাচ্চা শিয়াল ঃ আমি কী জানি? হয়তো তার লেজ ফাঁদে পড়ে কাটা গেছে এবং রঙের দোকানে গিয়ে রং করিয়ে এসেছে।

সবাই বললো ঃ রং মিস্ত্রী এতো বেকার নাকি যে, শিয়ালকে বসে বসে রং করবে?

বাচ্চা শিয়াল ঃ না বাবা, তা হবে কেনো! কিন্তু আমার কথা হলো যে, কেউ যদি পশুদের বিপদমুক্ত করতে আসে তাহলে আর কোন পশু কী খুঁজে পেল না যে, এই বজ্জাত শিয়ালকে উদ্ধার করতে এলো! এই শিয়ালতো আঙ্গুরগুলোকে কীভাবে নষ্ট করা যাবে তা শিখিয়েছে। এ রকম হারামী শিয়াল কী করে রাতারাতি দরবেশ হয়ে গেলো?

সবাই বললো ঃ আরে বাবা, তুমি এখনো ছোট। এসব ভেদ রহস্য আমরাই বুঝি না তুমি কী বুঝবে? হয়তোবা সে কোন ভাল কাজ করেছিল যার ফলে খোয়াজ খিজিরের নজরে পড়েছে।

বাচ্চা শিয়াল ঃ না হয় মেনেই নিলাম তার কথা সত্য। তবে তার দোয়াতে যদি এতো কিছু হতে পারে তাহলে সে নিজে কেনো দোয়া করে না, হে খোদা! মুরগীগুলো আমার মুখের সামনে এনে দাও! কেনো সে তোমাদের কাছে মোরগ মুরগী ভিক্ষা চাইছে? সে যদি এতো বড় কামেল দরবেশ হয়ে থাকে তাহলে নিজেইতো মোরগদের ডেকে আনতে পারে।

বড়রা বললো ঃ আরে বাপু, চুপ করো। এতো বেশী কথা বলো না। আমাদের কল্যাণ এতেই নিহিত। সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তারই গুনাহ হবে। আমাদের কী!

ব্যস, এরপর থেকে রঙিন শিয়ালের দিন খুব আরামেই কাটতে লাগলো। সপ্তায় সপ্তায় তার জন্যে তাজা তাজা বড়সড় মোরগ আসতে লাগলো। আঙ্গুর বাগানও তার জন্যে মুক্ত। একা ভোগ করতে থাকলো বাগানের আঙ্গুর।

কিন্তু একদিনকার ঘটনা। বাচ্চা শিয়াল দৌড়ে এসে বনে চিৎকার জুড়ে দিলো যে, খোয়াজ খিজির ধরেছে! খোয়াজ খিজির ধরেছে!

শিয়ালেরা দৌড়ে সেখানে জমা হলো এবং বললো, কী হয়েছে? এতো চিল্লাচ্ছো কেনো?

www.pathagar.com

বাচ্চা শিয়াল বললো, দেখে যাও আমার সাথে এসো তোমাদের দরবেশকে খোয়াজ খিজির ধরেছে।

সবাই বাচ্চা শিয়ালের সাথে গিয়ে দেখলো আঙ্গুর বাগানের নালাপথে রঙিন শিয়ালের কল্লা ঠিক মতোই আটকা পড়েছে ফাঁদে। নাজাতের জন্যে চিৎকার করে মাথা ফাটাচ্ছে। কিন্তু খোয়াজ খিজিরের পাত্তা নেই। সবাই অবাক হয়ে দরবেশ শিয়ূরের করুণ আর্তনাদ শুনছিল। শত চেষ্টা করেও কেউ তাকে বের করতে পারছিলো না। সবাই বললো ঃ জনাব শিয়ূর! দোয়া করো আল্লাহর দরবারে খিজির যেনো তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন। আর অভিশাপ দাও তাকে যে ফাঁদ পেতেছে।

এমন সময় বাচ্চা শিয়াল চিৎকার করে বললো, পালাও! পালাও! খিজির আসছে, ঐ যে, খিজির।

সবাই রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলো বাগানের মালিক মোটা মুগুর হাতে দৌড়ে আসছে। সে শিয়ালের চিৎকার শুনেই বুঝতে পেরেছে যে, এবার ধরা পড়েছে। ব্যস, শিয়ূরকে রেখে সবাই দৌড়ে পালাতে লাগলো বনের দিকে।

শিয়ূর গগন ফাটা চিৎকার জুড়ে বলতে লাগলো, তোমরা আমাকে নিয়ে যাও! আমাকে যে মেরে ফেলবে! আমাকে ফেলে যেয়ো না।

কিন্তু তার চিৎকার ওদের কানে গেলো না। তার জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com